NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কবি নজরুলের ভাবনায় নারী

কেরলে পুজো ইসরো প্রধানের ৭

কলকাতা ২৮ অগস্ট ২০২৩ ১০ ভাদ্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 28.8.2023, Vol.17, Issue No.78, 8 Pages, Price 3.00

দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত্যু অন্তত ৭ জনের

রবিবার মাটিগাড়া থেকে সরাসরি দত্তপুকুরে আসেন রাজ্যপাল। সিভি আনন্দ বোস ঘুরে দেখেন বিস্ফোরণ বিধ্বস্ত চত্বর। কথা বলেন পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয়দের সঙ্গে। তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং জানান "এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়। পুলিশ পদক্ষেপ করবে।"

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: রবিবার সকাল সাড়ে আটটা হবে। আচমকাই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে দত্তপুকুরের মোচপোল গ্রাম। শব্দের অভিঘাত শুয়ে সকলে যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, ততক্ষণে গ্রামের খানিকটা যেন ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে পড়েছে বিশাল পাকা বাড়ি। রক্তাক্ত অবস্থায় এদিক, ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজন। কেউ কাতরাচ্ছেন, কারও মুখে কোনও শব্দ নেই।

এগরা, বজবজের পর এবার উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর। বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঘটনার দত্তপুকুর থানার পুলিশ গেলে গ্রামবাসীরা পুলিশের উপরে চড়াও হয় এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের নাকের ডগাতেই এইসব হচ্ছিল। সব জেনেও পুলিশের উদাসীনতার জেরে এদিনের বিস্ফোরণ।

এদিন ঘটনার পরই সেখানে যান উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দীবেদি ও বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীতে সিআইডির বম্ব স্কোয়াড পৌঁছয়। গিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

পুলিশ সূত্রে খবর, সামসুলের জমিতে কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। স্থানীয়দেরও বক্তব্য কেরামত আলি সেই কারখানা চালাতেন। তাঁর ছেলে রবিউল আলির মৃত্যু হয়েছে বিস্ফোরণের ঘটনায়। মৃতদের তালিকায় রয়েছেন সামসুল আলি, জাহিদ আলি নামে মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তির ও তাঁর ছেলের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের সহযোগিতায় এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরেই রমরমিয়ে বাজির কারবার চালানো হচ্ছিল। একাধিক বার অভিযোগ জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তাঁদের গুরুতর অভিযোগ, প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই বেআইনি বাজির ব্যবসা চলছিল। এমনকী পুলিশ ও তৃণমূল নেতারাও এদের থেকে মাসোহারা নিতো। ফলে নির্ঝঞ্ঝাটেই ব্যবসা চালাতো। এখানে প্রচুর পরিমানে বাজিও মজুত করা ছিলো। সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটে। এদিন বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে, ওই দোতলা বাড়িটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভেঙে পড়েছে আশপাশের একাধিক পাকা বাড়িও। দূরে ছিটকে যায় মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ। এমনকী পথ চলতি মানুষও আহত হন।

রাজ্যে গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকটি জায়গায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হলেও ভয়াবহতায় দত্তপুকুর অনেকটা এগরার মতো। পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বিস্ফোরণ হয় গত ১৬ মে। এর পরেই রাজ্যের সর্বত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলে নবান্ন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এর পরে নবান্নর পক্ষে নির্দেশে বলা হয়েছিল, রাজ্যের সমস্ত বেআইনি বাজি কারখানার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। তারপরেও এই ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি জানান, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আমরা এখন আহতদের শুশ্রূষা যাতে ঠিকমতো হয় তার ব্যবস্থা করছি। তবে এই ঘটনার সঙ্গে যারাযারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মমতার বাড়িতে জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর রবিবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের বাড়িতেদুই পুলিশ প্রধানকে নিয়ে বিশেষ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন তাঁদের জরুরি তলব করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সন্ধে ৬টা নাগাদ কালীঘাটের বাড়িতে হাজির হন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য এবং পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। দু'জনের সঙ্গে দেড়ঘণ্টা বৈঠক হয় মুখ্যমন্ত্রীর। তবে কী নিয়ে কথা হয়েছে, সে ব্যাপারে কেউই কোনও কথা বলেননি। জানা গিয়েছে যে, দত্তপুকুরের ঘটনা নিয়েই দুই পুলিশ প্রধানকে নিয়ে বৈঠক করেছেন মমতা। অন্য দিকে, রবিবার রাতেই রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস পৌঁছন বিস্ফোরণস্থলে। এটা একটা বড় ঘটনা, নিছক দুর্ঘটনা নয় বলেই মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও 'বেআইনি' বাজি কারখানা চলছে কীভাবে গ্রামে?

বিরোধীদের তোপে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এগরা, বজবজে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও প্রাণহানির পর কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিল নবান্ন। তারপরেও ঘটল অঘটন। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে 'বেআইনি' বাজি কাবখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ৭ জনের। সেই সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে জনবহুল গ্রামে পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগায় কার বা কাদের মদতে 'বেআইনি' বাজি কারখানা চলছিল তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। শুরু হয়েছে দোষারোপ-পাল্টা দোষারোপের পালা। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে আসরে নেমেছে সমস্ত দলই।

দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণকাণ্ডে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাকে 'বারুদের স্তূপে' পরিণত করার অভিযোগ তুলছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বিস্ফোরণকাণ্ডে 'শাসক-যোগের' দাবি করেছেন নওশাদ সিদ্দিকি। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল তোলা নিয়ে, পুলিশ মাসোহারা নিয়ে তৃণমূল নেতা দায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে কাজ চালাচ্ছিল। আইএসএফ বিধায়ক যাঁর দিকে আঙুল তুলেছেন, সেই কেরামত আলির ছেলে রবিউল আলির প্রাণ গিয়েছে বাজি বিস্ফোরণের ঘটনায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী রথীন ঘোষ দাবি করেছেন, এই ঘটনার পিছনে স্থানীয় এক আইএফএফ নেতার হাত রয়েছে। তিনিই মুর্শিদাবাদ থেকে লোক এনে বেআইনি ভাবে বাজি তৈরি করাচ্ছিলেন।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'গোটা রাজ্যটাই বেআইনি। বেআইনি কারখানা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বড় বড় কথা বলেছিলেন। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে টিম তৈরি হয়েছিল, বেআইনি বাজি কারখানা সরিয়ে দেওয়া হবে বলেছিলেন। আসলে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো পুলিশকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারে ব্যস্ত।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কটাক্ষ ' মুখ্যমন্ত্রী কদিন আগেই এগরার বিস্ফোরণের সময় বলেছিলেন, আর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু ঘটনা শেষ হচ্ছে না। বিস্ফোরণের শেষ নেই। বাংলা এখন বিস্ফোরণের বাংলা।

বিরোধীদের প্রশ্নে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের জবাব, 'বাজি কারখানা মানেই বেআইনি এটা তো ভুল। সে ক্ষেত্রে আপনি যদি দাক্ষিনাত্য দেখেন, শিবকাশী দেখেন ওখানে তো বাজি শিল্প বিখ্যাত। ওখানে তো নিয়মিত বিস্ফোরণ হতেই থাকে। ফলে বাজি কারখানা তুলে দিতে হবে এই আওয়াজ যদি ওঠে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটায় কিন্তু হাজার হাজার লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। বাজি একটা শিল্প।'

তবে এরই পাশাপাশি কুণাল দিলেন সাবধানতা-সতর্কতার পাঠও। কুণাল জানান, 'কীভাবে সাবধনতা সঙ্গে কাজ করা যায় সেদিকে রাজ্য সরকার নজর দিচ্ছে, সতর্কতার কথা বলা হচ্ছে। এখন যদি রেল দুর্ঘটনা হয় তাহলে কি রেল তুলে দিতে হবে? এটা কী কথার কথা? এগুলো কোনও কাজের কথা হতে পারে না। যেটা হয়েছে সেটা পুলিশ-প্রশাসন দেখছে। সেখানে কোনও আপত্তিকর কাজ হয়েছে কিনা, ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিনা, নিয়ম মেনে কাজ করা হয়েছে কিনা সব দেখা হচ্ছে।'

সেনা পোশাক বিতর্কে ধৃত সাদেকের পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম বর্ষের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চর্চায়। ঘটনায় র‍্যাগিংয়ের তথ্য-প্রমাণ মেলার পাশাপাশি ভয়াবহ র‍্যাগিং-এর পূর্বাভিজ্ঞতাও অনেকে প্রকাশ্যে আনছেন। এই পরিস্থিতিতে সেনার পোশাক পরে যাদবপুর ক্যাম্পাসে 'শান্তি প্রতিষ্ঠা' করতে গিয়ে বিপাকে একটি সংগঠন। সংগঠনের কর্মকর্তা নিজেকে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি বলে দাবি করে বসেন। ভারতীয় সেনার পোশাক অপব্যবহারের অভিযোগে সাদিককে শনিবার দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কাজি সাদিক হোসেনকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার আলিপুর আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর তাঁকে পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে গত ১০ অগস্ট বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সেই আবহে গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সেনার উর্দি পরে ঢুকে পড়েন এক দল মানুষ। তাঁরা নিজেদের 'এশিয়ান হিউম্যান রাইট্স সোসাইটি'র সদস্য বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সেনার পোশাক কেন পরেছেন, তার সদুত্তর মেলেনি।

তাঁদের সকলের মুখে একটাই কথা ছিল যাদবপুরে অশান্তির খবর পেয়ে তাঁরা নাকি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। নিজেদের বিশ্ব শান্তি সেনা বলেও পরিচয় দেন। স্পষ্ট বলেন দেশের যেখানেই অশান্তি হবে সেখানে পৌঁছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের কাজ। কিন্তু, তাঁদের আসল পরিচয় নিয়ে যখন টানাপোড়েন চলছে সেই সময় দলের এদিকে সেনা পোশাকে কেন তাঁরা ক্যাম্পাসে এসেছিলেন বা কে-ই বা তাঁদের অনুমতি দিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের

এবং তাঁদের আসল উদ্দেশ্য কী এসবেরই উত্তর খুঁজছিল পুলিশ। তারই উত্তর খুঁজতে আগেই হাজিরা দেওয়ার জন্য কাজি সাদেক হোসেনকে তলব করেছিল পুলিশ।

আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস, রেকর্ড জমায়েতের আশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, ২৮ শে অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার ছাত্র এবং যুবক তাঁদের নেতা, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন তা শুনতে কলকাতায় আসতে শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য আশা করছেন, রেকর্ড জমায়েত হবে এবার। বাংলার প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শহর এবং ব্লক থেকে ২৮ অগাস্টের সভায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, 'সাম্প্রতিককালে এটি আমাদের দেখা সবচেয়ে বড় সমাবেশগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে। আবারও প্রমাণিত হবে যে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই সমান শক্তিশালী। সভার পরে বিরোধীদের রাতগুলো ঘুমহীন হবে।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'ছাত্র সম্প্রদায় আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের আগে, তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারপার্সন এবং দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য শুনতে আগ্রহী। শিক্ষার্থীরা আমাদের নেতাদের বক্তব্য শুনতে এবং 'ইন্ডিয়া'-র জয়লাভের জন্য তাঁদের নির্ধারিত নির্দেশ অনুসরণ করার জন্য মুখিয়ে আছে।' পুরুলিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কীর্তি আচার্য জানান, ছাত্ররা সর্বদা গণতন্ত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাধারণ মানুষের জন্য যে 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছে তার হাতকে শক্তিশালী করতে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসতে হবেঋ

মাটিগাড়ায় মৃত নাবালিকার বাড়িতে রাজ্যপাল, দিলেন পাশে থাকার আশ্বাস

কন্যাদের 'সুরক্ষা'-য় জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: 'কন্যাদের নিরাপত্তা ছাড়া কখনওই কন্যাশ্রী সফল হতে পারে না', মাটিগাড়ায় দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পক্ষান্তরে রাজ্য প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গত সোমবার ২১ অগস্ট বিকেলে মাটিগাড়ায় এক নাবালিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। নাবালিকার মাথা থেঁতলানো ছিল। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার চেষ্টা ও খুনের অভিযোগ ওঠে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে গত কয়েকদিন শোরগোল হয়েছে মাটিগাড়ায়। রবিবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের এই বক্তব্যে ফের আরও এক সংঘাতের বাতাবরণ যে তৈরি হতে চলেছে রাজ্য-রাজভবনের মধ্যে। রবিবার দুপুরে মাটিগাড়ায় মৃতা নাবালিকার বাড়িতে যান রাজ্যপাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং বিজেপির শিলিগুড়ি

সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল-সহ জেলা বিজেপির অন্যান্য কর্মী। মৃতার পরিবারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি । পরে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপাল বলেন, 'আমি বাক্‌রুদ্ধ। মৃতার পরিবারের পাশে রয়েছি।' এরই রেশ ধরে তিনি জানান,'কন্যাদের সুরক্ষা ছাড়া এ রাজ্যে কন্যাশ্রী কখনও সফল হতে পারে না। আর সুরক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠু করতে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। কন্যাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।' একইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, পুলিশি তদন্ত চলছে। আশা করছেন দ্রুত অপরাধীদের শাস্তি হবে। প্রসঙ্গত, যে কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বক্তব্যে তুলে ধরেছেন রাজ্যপাল, সেই কন্যাশ্রী প্রকল্প রাষ্ট্রপুঞ্জের সেরা প্রকল্পের সম্মান পেয়েছে। মূলত, ১৩ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত স্কুল এবং কলেজ পড়ুয়াদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্প চালু করে। পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় মেয়েদের। প্রসঙ্গত, গত সোমবার মাটিগাড়ায় এক নাবালিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের পর প্রতিবাদে পথে নামে বিজেপি। মাটিগাড়াতে বিশাল মিছিল করে তারা। মিছিলে ছিলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করে বিজেপি। শনিবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছিল তারা। অন্যদিকে এই ঘটনায় রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনও তৎপর। রবিবার কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় ও অ্যাডভাইজর অনন্যা চক্রবর্তী শিলিগুড়ি যান। ওই নাবালিকার বাড়িতে যান তাঁরা। পুলিশি রিপোর্টে যেহেতু যৌন হেনস্থার উল্লেখ আছে, তাই চার্জশিটে পকসো ধারা যোগ করা হবে বলেও জানান সুদেষ্ণা রায়।

২৬টি ক্যামেরা বসবে যাদবপুর ক্যাম্পাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়েবেলের ওপর। ওয়েবেল সূত্রে খবর, পুরো কাজ শেষ হতে সময় লাগবে ২ মাস। মোট ২৬টি ক্যামেরা বসছে যাদবপুরের দুই ক্যাম্পাসে, হস্টেলের গেটেও। খরচ হবে ৩৭ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, ক্যামেরা বসছে মেইন হস্টেলের গেটে। যাদপুরের মূল ক্যাম্পাসের ৩ ও ৪ নম্বর গেটে বসবে তিনটি করে সিসি ক্যামেরা। বাকি ১, ২, ৫ নম্বর গেটে বসবে ২টি করে সিসি ক্যামেরা। অরবিন্দ ভবনে বসছে ডোম ক্যামেরা। ৩৬০ ডিগ্রি পাক খেতে খেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনিক ক্ষেত্র অরবিন্দ ভবনের চারপাশে নজর রাখতে পারবে এই অত্যাধুনিক ক্যামেরা। সূত্রের খবর, বসানো হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত সিসি ক্যামেরাও। যা দিনে ও রাতে রঙিন ছবি তুলতে সক্ষম এই ক্যামেরাগুলি। অডিয়ো ও ভিডিয়ো রেকর্ড করতেও সক্ষম।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মাটির তাপমাত্রার তথ্য দেওয়া শুরু করল প্রজ্ঞান ও বিক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাঁদে গিয়েই কাজ শুরু করেছে ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান। গত চার দিন ধরে রোভার ও ল্যান্ডার মারফত একাধিক ছবি পেয়েছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ ইসরো অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ইসরো। এবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটির তাপমাত্রা কেমন তার বর্ণনা দিচ্ছে চন্দ্রপৃষ্ঠে থাকা রোভার। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ ইসরো অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ইসরো সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে 'এক্স'- এ একটি পোস্টের মাধ্যমে চন্দ্রযান ৩- এর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আপডেট দিয়েছে সাধারণ মানুষকে। ২৩ অগস্ট চন্দ্রপৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণ করেছে চন্দ্রযান ৩। তার চারদিনের মাথায় অর্থাৎ ২৭ অগস্ট প্রকাশ্যে এসেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মৃত্তিকা সম্পর্কিত তথ্য। বিক্রম ও প্রজ্ঞানে রয়েছে পে লোড। তার মাধ্যমেই নানা কাজ হচ্ছে। 'এক্স' মাধ্যমে ইসরো একটি গ্রাফচিত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি বিশ্লেষণ করে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি মাটির নীচে ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উষ্ণতা কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, তাও প্রকাশ করা হয়েছে ওই গ্রাফচিত্রে। 'এক্স' মাধ্যমে ইসরোর তরফে যে গ্রাফচিত্র শেয়ার করা হয়েছে সেখানে লুনার সারফেস অর্থাৎ চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বিভিন্ন গভীরতায় কেমন তা বিশ্লেষণ করে বোঝানো হয়েছে। এই গ্রাফচিত্রে দেখা গিয়েছে, গভীরতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই হ্রাস পেয়েছে লুনার সারফেসের তাপমাত্রা। 'এক্স' মাধ্যমে পোস্ট করে ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে - এর সাহায্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে থাকা মৃত্তিকার তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যাবে। চন্দ্রপৃষ্ঠের ১০ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত আপাতত তাপমাত্রার অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। গভীরতার সঙ্গে তাপমাত্রা রয়েছে ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্ক। - এই পদ্ধতিতেই পরিমাপ করা হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা।

নভেম্বরে শুরু দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজো এবং উৎসবের দিনগুলির ভিড় কেটে যাওয়ার পর নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কারের কাজে হাত দেবে রাজ্য সরকার। শারদোৎসব থেকে শুরু করে দীপাবলির সময় শহর কলকাতা ও শহরতলিতে ট্র্যাফিকের উপর চাপ বাড়ে। তাই এমন সময়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কারে না নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে সব ঠিকঠাক থাকলে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয় হুগলি সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতে পারে। যদিও প্রথমে ঠিক হয়েছিল, পুজোর আগেই সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হবে। কিন্তু উৎসবের মরশুমে ওই কাজ 'ঝুঁকিপূর্ণ' হতে পারে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। গোটা বিষয়টি নিয়ে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তাতে পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা ছাড়াও ছিলেন রাজ্য প্রশাসনের বরিষ্ঠ পুলিশকর্তারা। সেখানে সেতু সংস্কারের কাজে কী কী ধরনের সমস্যা আসতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেই খবর। প্রতিদিন এই সেতু দিয়ে প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে। রাজ্য সরকারের সদর দফতর তথা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় নবান্ন যেতে গেলেও এই সেতুটিই অন্যতম পথ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে যেতে এই পথই ব্যবহার করেন। রাজ্যের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সেতুটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, দিল্লি ও বম্বে রোড দিয়ে দ্রুত কলকাতায় প্রবেশ করতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সেতুটি ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্য কলকাতার সঙ্গে অন্য জেলা তথা ভিন্ রাজ্য থেকে আসা যানবাহনগুলি যোগাযোগের জন্য এই সেতুটি ব্যবহার করে। পাশাপাশি, দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে টোল আদায়ের মাধ্যমেও রাজস্ব আদায় হয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে আগষ্ট । সোমবার । ১০ ভাদ্র । দ্বাদশী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরি বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, বান্ধব এবং স্বজন আত্মীয় দ্বারা কিছু সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাল। যারা শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের পূর্ণ সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহ বাস্তু জমি ভূমি বিষয়, লাভ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের আনন্দের দিন। দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন সঙ্গে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ নয়। বাণিজ্যে নতুন কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শরীর খারাপ বিষয়ে, বিশেষ চিন্তা। এক ছলনাময়ী নারীর কারণে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। প্রেমে অশান্তি। দাম্পত্য অশান্তির কালো মেঘ। বিদ্যার্থী এবং উচ্চবিদ্যায় যারা আছেন তাদের আজকের দিনটি একটু বাঁধা পড়বে। হরিনাম করুন ঐশ্বরিক কৃপা গ্রহন করুন।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ যোগাযোগ। যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র মিষ্টি চাহুনি থাকবে, আপনার দিকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বান্ধব কুল।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ দেবতার চরণে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জালন করুন, শুভ হবে। প্রতিবেশী দ্বারা আজ শুভ যারা ngo তে কাজ করেন তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তি দিন।

কর্কট রাশি : আজ শুভ দিন। আজ প্রপার্টি সম্পত্তি- বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয় লাভ প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। নতুন পথ দেখা যাবে আয় বৃদ্ধির। যারা শিল্পী অভিনয় করেন কলাকুশলী তাদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। কর্ম প্রার্থীদের আজ নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা পাওয়া যাবে। শুধু সচেতন থাকতে হবে এক কুটিল বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশীর কারণে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ জৈষ্ঠ মাসের শনিবার। শ্রী চন্ডী পাঠ করুন। প্রদীপ জালুন ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

সিংহ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে পরিবারে বাকবিতণ্ডা বৃদ্ধি হবে। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। কোন ছলনাময়ী নারীর দ্বারা বিপদবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কাল। সতর্ক থাকতে হবে বাণিজ্যে। কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। আজ ব্যাংক ইন্সুরেন্স বা পাসপোর্ট অফিসের কাজে বাধা পড়বে। পারিবারিক সম্পত্তি- ভূমি- জমি- বাস্তু বিষয়, আজ কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া শুভ হবে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা আজ একটু ধৈর্য ধরুন। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন। বাড়িতে দেবতার চরণে হলুদ নিবেদন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কন্যা রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটানো উচিত। গ্রহণ সংস্থান অনুসারে আজকের রাহুর প্রভাব বৃদ্ধি হবে। অতি ব্যায় বৃদ্ধি হবে। ক্রোধ আসবে মনে। বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। নিজেকে সংযত করলে অতীব শুভ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের অতীব সতর্ক হয়ে, আজকের দিনটি পথ চলা উচিত। শিবনাম করুন এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে। হলুদ পুষ্প। লাল পুষ্প। নিবেদন করুন। আজকের দিনটি শুভ তবে দুজন পারিবারিক সদস্যের দ্বারা বিবাদ বিতর্ক দেখা দেবে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। অর্থপ্রাপ্তির পুর্ণ সম্ভাবনাময় কাল। যারা তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যবসা করেন। তাদের লাভ প্রাপ্তির দিন। আজ সারাদিন দুর্গা নাম করে, ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক শুভ। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মান প্রাপ্তির দিন। তবে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর আপনার দিকে থাকবে। শরীরের দিকে নজর দিন। পরিবারের প্রবীণ মানুষের শরীরের দিকেও নজর দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দান করুন। বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। যে বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন-- এতদিন। আজ সহজেই তা সমাধান হয়ে পড়বে। গৃহ বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয়ে শান্তি প্রাপ্তি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ থাকবে। আজ শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, আজ শনিবার, দেবী মা চন্ডীর ঘট স্থাপন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, নৈরাশ্য হতাশা বৃদ্ধি। পরিবারে যেন গুপ্ত শত্রুর, ষড়যন্ত্র দেখা যাবে। সতর্ক হয়ে থাকা শুভ। প্রতিবেশী যেন ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়বে-- আপনার প্রতি। বান্ধব বান্ধবী দ্বারা সম্মান হানির যোগ। কথাবার্তায় তর্ক বিবাদের সম্ভাবনা। আজ ধৈর্য ধরে শুধু কথা শোনার দিন। দেবী মা দুর্গার নাম করুণ। আজ শনিবার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কুম্ভ রাশি : যারা ঠান্ডা পানীয় জল- তরল- পদার্থ- কেমিক্যালের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা মেশিনারি লৌহ ব্যবসা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। সকালের দিকে বেলা বারোটা পর্যন্ত, রাহু কাল। বড় অর্থ লগ্নী না করা শুভ। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তিযোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন আর হলুদ দান করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

মীন রাশি : আজ বাড়ি জমি- গৃহ- বাস্তু বিষয় লাভ প্রাপ্তি। সন্তানের উন্নতিতে গর্ববোধ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি সম্ভাবনা। বাড়িতে মাছের অ্যাকোরিয়াম যেন না থাকে। আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে। জীবনের বহু বাধা দূর হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শুধু রং বদল নয়, কারিগরি প্রযুক্তি-সহ বন্দে ভারতে বসছে ব্ল্যাক বক্স ফিচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাদা, নীল রং থেকে গেরুয়া রঙের নতুন বন্দে ভারতে ব্ল্যাক বক্সের মতো ফিচারের পাশাপাশি আরও নানা ফিচার যুক্ত হচ্ছে বলেই জানিয়েছে রেল বোর্ড।

সম্প্রতি রেল বোর্ড থেকে জানান হয়েছিল আরও আধুনিক কারিগরি ও যাত্রী স্বচ্ছন্দ-সুরক্ষা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন বন্দে ভারত। আর এই নতুন ট্রেনের ইঞ্জিনে থাকবে বিমানের ব্ল্যাক বক্সের মতো আধুনিক ফিচার । পূর্ব ভারতে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানায় তৈরি হচ্ছে প্রথম বন্দে ভারত ইঞ্জিন।

চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওয়ার্কস এই ট্রেনের ৪ টি ইঞ্জিন বানাবে। যার মাধ্যমে দুটি বন্দে ভারত ট্রেন চালানো হবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই ইঞ্জিনের কাজ শেষ করে চেন্নাইয়ে আইসিএফে পাঠিয়ে রেকের সঙ্গে ট্রায়াল রানে উতরে গেলেই চিত্তরঞ্জনের তৈরি বন্দে ভারত ছুটবে দেশের বুকে। নিজেদের কাজ নিয়ে একশো শতাংশ আত্ম-বিশ্বাসী চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা কর্তৃপক্ষ ।

রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগের বন্দে ভারতে ছিল ডব্লিউএপি-৫ লোকো ইঞ্জিন। এবারে বদলে হচ্ছে অ্যারো ডায়নামিক ইঞ্জিন। পূর্বের ইঞ্জিনের ফেস ছিল ২০ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি করা হয়েছে। এর কারণে ইঞ্জিনের গতি ও শক্তি আরও বাড়বে। পাইলট কেবিনের সামনের কাঁচ আরও বড় রাখা হচ্ছে, এতে চালক সবকিছু বেশি এবং পরিষ্কার দেখতে পান।

২৪ রেককে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে নতুন বন্দে ভারতের ইঞ্জিন। এছাড়াও একজন পাইলটই সামনে ও পিছনের ইঞ্জিনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার প্রযুক্তি থাকছে। পাশাপাশি ট্রেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে লাগানো হচ্ছে ডিস্ক ব্রেক সহ সুরক্ষা কবচ। পুরাতন সিগন্যাল দেখানোর পদ্ধতি বদলে এবার চালকের ডেস্কেই ফুটে উঠবে লাল, সবুজ সিগন্যাল। এবার নতুন বন্দে ভারতে জুড়ছে বিমানের ব্ল্যাক বক্সের মতো প্রযুক্তি। রেলের পরিভাষাতে এর নাম 'সিসিআর ভিসি'। এই প্রযুক্তিতে লোকো পাইলটের সমস্ত গতিবিধি, বার্তালাপ সহ ভিডিও এবং সাউন্ড সবই ধরা থাকবে। এর মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণ অনুধাবন করতে সুবিধা হবে বলেই জানিয়েছে রেল বোর্ড।

হাওড়া স্টেশনে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার মহিলা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া আরপিএফ, জিআরপি ও অপরাধ মোকাবিলা দলের যৌথ প্রচেষ্টাতে হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকা মূল্যের গাঁজা।

গত ২৫ অগস্ট গোপন সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে হাওড়া স্টেশনে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে সন্দেহজনক অবস্থায় দেবিকা বারিক নামের এক মহিলা যাত্রীকে ঘুরতে দেখা যায়। গোপন সূত্রের খবর ও ওই মহিলা যাত্রীর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় রেল সুরক্ষা কর্মীদের। তারা ওই মহিলার তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় মহিলার ব্যাগ থেকে ৬৯ কিলো গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপরই তাকে আটক করে রেল সুরক্ষা কর্মীরা। উদ্ধার হওয়া ৬ বান্ডিল গাঁজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বলেই সূত্রের খবর। এরপরই ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাদক পাচারের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করলেন কলকাতা মেট্রোর জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। এদিন দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তিনি দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের প্রবেশ এবং প্রস্থান পথ, প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স লেভেল, টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, টিকিট কাউন্টার, স্টেশন সাইনবোর্ড, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন এদিনের কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তার এই পরিদর্শনের সময় স্টেশনের রাশ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। একইসঙ্গে এদিন তিনি পূর্ব রেলের দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সঙ্গে এই স্টেশনের প্যাসেঞ্জার ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্টগুলি পরিদর্শন করেন।

কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, রবিবার সকালে তিনি শোভাবাজার-সুতানুটি স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর যান। সেখান থেকে মেট্রোতে যাওয়ার আগে মেট্রোর জিএম উদয় কুমার রেড্ডি শোভাবাজার-সুতানুটি স্টেশনটিও পরিদর্শন করেন। দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজার-সুতানুটি স্টেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে জেনারেল ম্যানেজার সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের পরিদর্শন শেষ করে এরপর তিনি যতীন দাস পার্ক স্টেশনেও যান।

বারাণসী-কলকাতা আর্থিক করিডরের জন্য তৎপরতা শুরু নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বারাণসী-কলকাতা আর্থিক করিডর (এক্সপ্রেসওয়ে) প্রকল্পের জন্য তৎতপরতা শুরু করল রাজ্য। সূত্রের খবর, নবান্ন থেকে ইতিমধ্যেই ছ'টি জেলাকে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারাণসী-কলকাতা সড়কটি এ রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে দিয়ে যাবে। ২০২১ সালে এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়। বারাণসী থেকে বিহার ঝাড়খণ্ড হয়ে রাজ্য এই সড়কটির প্রবেশ করবে। ইতিমধ্যেই অন্য সব রাজ্য জমি অধিগ্রহণ প্রায় শেষ পর্বে চলে গেলেও রাজ্য এখনও এনিয়ে পিছিয়ে।

সম্প্রতি নবান্ন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রসঙ্গত, ২০২৬-এর মধ্যে এই প্রকল্পটি শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে কেন্দ্র।

জোর করে জমি অধিগ্রহণ করা হবে না, জমি নেওয়া হবে পূর্ণসম্মতির ভিত্তিতে, এই ঘোষণা করেন রাজ্য ক্ষমতা এসেছে তৃণমূল সরকার। তাই জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের এই নীতি প্রকল্পের গতিকে কিছুটা শ্লথ করে।

তবে প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি, জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ করছে সরকার ফলে কেন্দ্রও সড়ক সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। যেখানে সড়ক তৈরি এবং সম্প্রসারণের খাতে ২০১৮-১৯ সালে ১৫৩ কোটি থেকে এ রাজ্যের ভাগে বরাদ্দ বেড়ে ২০২২-২৩ সালে পৌঁছেছে ২৩০৬ কোটিতে। বরাদ্দ বেড়েছে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে।তাই রাজ্যও চাইছে না কলকাতা-বারাণসী সড়ক পরিকাঠামোর মতো বড় প্রকল্পে আর দেরি হোক। জেলার এক প্রশাসনিক কর্তা জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই এ নিয়ে নির্দেশনামা জারি হবে।

রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এবিটিএ-এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: নামখানা এবিটিএ-এর বাৎসরিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর উচ্চ বিদ্যালয়ে। রবিবার সকাল দশটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং নামখানা জোনের সভাপতি শিক্ষক হারাধন পাত্রের ভাষণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামখানা জোনের সম্পাদক শিক্ষক শিবশংকর মণ্ডল, রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলের ইউনিট-এর সম্পাদক নীলকণ্ঠ রঞ্জিত, উপস্থিত ছিলেন এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অখিল কুমার দাস, মদনমোহন গিরি, স্বপন মাইতি, সুব্রত জানা, এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছয়টি স্কুল থেকে মোট ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়গুলো ছিল আবৃত্তি ,গান, নাচ, অঙ্কন এবং প্রবন্ধ রচনা। এবিষয়ে শিক্ষক শিবশংকর মণ্ডল বলেন, আমরা এই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিকে নবম স্থান অধিকারী পবিত্র মাইতিকে আমরা সংবর্ধনা দিয়েছি। প্রতিবছর আমাদের এই সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু বিগত বছরের তুলনায় এই বছর ব্যাপক ভাবে সাড়া পড়েছে। বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সেরাটা প্রেজেন্টেশন করছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ অতিথি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা বলেন, একটি প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুব খুশি। প্রতিযোগীদের পুরস্কার দিয়েছি। আমি চাই এরকম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রতিভাগুলো তুলে ধরুক।

তাজপুরের সমুদ্র বন্দরের পাশাপাশি এবার নতুন বন্দর মুর্শিদাবাদের ময়াতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিল্পায়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নকে পাখির চোখ করেছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসেবে তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দরের পাশাপাশি রাজ্য পেতে চলেছে একটি নতুন একটি নদীবন্দর। মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারি - বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এই বন্দর তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে রেল এবং সড়কপথের পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা থেকে সহজে পণ্য আমদানি ও রফতানি করা সম্ভব হবে। কমবে আমদানি-রফতানির খরচও। সড়ক পথে ত্রিপুরা পৌঁছতে গেলে যেখানে প্রায় ১৩৫০ কিলোমিটার পথ পেরতে হয়, সেই জায়গায় এই জলপথ চালু হলে তা কমে দাঁড়াবে মাত্র ৫৫০ কিলোমিটার। সব থেকে বড় কথা এই নতুন বন্দরের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্মসংস্থানের নয়া দরজা খুলে যাবে।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, লালগোলার ময়াতে প্রায় ২৫ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠছে এই বন্দর। খরচ হচ্ছে প্রায় ৫২ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে এই বন্দর তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। ২০১৮ সালে জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত সমস্ত ছাড়পত্র পাওয়ার পর বন্দর তৈরির মউ স্বাক্ষরিত হয় ২০২২ সালের মার্চ মাসে। মউ স্বাক্ষরের পর দ্রুত কাজ শুরু হওয়ায় বর্তমানে বন্দর তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। দ্রুত পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ হবে। এই বন্দর এলাকার অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন নিশ্চিত করবে। প্রচুর কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি করার বরাত পেয়েছে আদানি গোষ্ঠী। এই ধরনের বড় প্রকল্পের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ময়াতে বন্দরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গান গেয়েই পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন বিশ্বজিৎ

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

বাঁকুড়ার জিড়রা গ্রামের বিশ্বজিৎ কর্মকার আরও একজন যুবক যিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে চাকরির মুখ দেখতে পাননি বলে দাবি। বাবার একটি ছোট্ট চায়ের দোকান এবং তার সঙ্গে পরিবারের দায়িত্ব। নিজের পড়াশোনা পরিবার সব মিলিয়ে জীবনধারণের জন্য নিজের ছোটবেলার প্যাশনকেই একপ্রকার পেশায় পরিণত করেছেন বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ গান গাইতে ভালবাসেন, যদিও গান শেখেননি কোনও দিন। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের মেটাফরিক্যাল অর্থাৎ রূপক গান, দেশাত্মবোধক গান, সম্পর্কের গান এবং বাঁকুড়ার গান গেয়ে থাকেন বিশ্বজিৎ। পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করছেন বিশ্বজিৎ কর্মকার। নিজের গানগুলিকে গেয়ে রেকর্ডিং করার মতো যন্ত্রাদি ছিল না বিশ্বজিতের। সেই স্বপ্নের মিউজিক সেটআপ তৈরি করার আর্থিক ক্ষমতাও ছিল না। তবে তাঁর গানের মূর্ছনা শুনে এক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে মিউজিক সেটআপ উপহারস্বরূপ দেন। নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে গান গেয়ে স্বপ্ন দেখছেন বলে অনেকেই উপহাস করে বলেছেন 'কি হবে গান গেয়ে , তোর বাবা তো ভিখারি হয়ে যাবে।' শত উপহাস উপেক্ষা করে নিজের স্বপ্নকে তাড়া করছেন বিশ্বজিৎ। তাঁর ইচ্ছা একটাই, ভবিষ্যতে গান গেয়ে নিজের বাবা মার মুখে হাসি ফোটানো। আঞ্চলিক গান গেয়ে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে নিজের একটি কমিউনিটি তৈরি করেছেন বিশ্বজিৎ। সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ভালোবাসা তাঁর এই গানের অভিযানে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। চাকরি নেই বলে অভিমান থাকলেও, কোনও অভিযোগ নেই তাঁর। নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে বসে না থেকে বা থেমে না থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বিশ্বজিৎ।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২৮ অগস্ট ১০ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার

শহরে প্রতিটি মূর্তি সম্পর্কে তথ্য মিলবে কিউআর কোডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অজস্র মূর্তি। এই তালিকায় রয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে ব্রিটিশ রাজপুরুষ, প্রাক্তন জননেতা, খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ। তবে বছরের বেশির ভাগ সময় সেগুলি অনাদরেই পড়ে থাকায় ধুলো ময়লা জমে চিনতে পারা দায় কার এই মূর্তি। ফলে দেশ-বিদেশের যে-সব পর্যটক কলকাতায় আসেন, তাঁরাও মূর্তিগুলি দেখে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারেন না। সেই কারণে এই সব মূর্তিকে আলাদা করে চেনাতে প্রতিটির গায়ে নাম লেখার পাশাপাশি কিআর কোড ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, এই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই যাঁর মূর্তি, তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এরই পাশাপাশি মূর্তিগুলি যাতে পরিষ্কার

থাকে তারও ব্যবস্থা করা হবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই উদ্যোগ পূর্ত দপ্তরের। আপাতত কলকাতা ময়দান চত্বরে যে-সব মূর্তি রয়েছে, সেগুলির পাশে লাগানো হবে ইনফোগ্র্যাফিক্স। তাতে যাঁর মূর্তি, তাঁর নাম-পরিচয়, কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকবে। এমনকী মূর্তিটা কখন বসেছিল সেই ইতিহাসও জানা যাবে। আরও বেশি তথ্য জানতে হলে কিউআর কোড স্ক্যান করে জেনে নেওয়া যাবে। পূর্ত দপ্তরের হিসাবে, ময়দান চত্বরে মোট ২৬টি মূর্তি রয়েছে। অধিকাংশই পূর্ণাবয়ব মূর্তি। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে পূর্ত দপ্তরই। ধাপে ধাপে শহরের অন্যত্রও একই ব্যবস্থা হবে। একইসঙ্গে মূর্তিগুলি এলইডি আলোতেও সাজানো হবে।

এই প্রসঙ্গে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত জানিয়েছেন, 'এটা সরকারের ভালো উদ্যোগ। তবে মূর্তিগুলি যাতে সারা বছর পরিচ্ছন্ন থাকে, সেটাও দেখা দরকার। মূর্তিগুলির উপরে ছাউনি হলে ভালো হয়। কলকাতায় বহু মূর্তি রয়েছে রাস্তার মাঝখানে। সেগুলি সারানোও দরকার।' পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়ের বক্তব্য, 'মূর্তিগুলি যাতে সুন্দর থাকে, তার চেষ্টা করছি। অনেকে বলতেন, কার মূর্তি চেনা যাচ্ছে না। সে জন্য প্রত্যেকটি মূর্তির সঙ্গে ইনফোগ্রাফিক্স দেওয়া থাকবে। কিউআর কোড ব্যবহার করে অনেক কিছু জানা যাবে।'

সন্তানদের দিকে তাকিয়ে ঝামেলা মেটান

পরামর্শ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাম্পত্য কলহে দুই নাবালকের জীবন দুর্বিষহ হচ্ছে। তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে এসে মানাতে পারছে না। মানসিক সমস্যা বাড়ছে। তাই নিজেদের কলহ সরিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে কোথাও গিয়ে কথা বলে নিজেদের সমস্যা মেটানোর পরামর্শ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের বক্তব্য, এই পরামর্শ কতটা কাজে এল, পরের শুনানিতে তা জানাতে হবে আদালতে। আদালত সূত্রে খবর, এক তরুণীর আইনজীবীর উদ্দেশে আদালতের বক্তব্য, 'আপনার মক্কেলকে বলবেন, বর্তমানে পিএইচডি করা ছেলেমেয়েরাও কাজ না-পেয়ে ঘুরছেন। আর এ ক্ষেত্রে যেখানে বাবা বার বার সন্তানদের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী, সেখানে আপনার মক্কেলের আপত্তি কোথায়! দু'টি বাচ্চা, যারা পরিষ্কার করে এখনও কথা বলতেও পারে না, তাদের দিকটা দেখুন। বাবা-মা হয়ে তাদের কথা ভাবুন।

কীসের এতো ইগো, কীসের এত অহংকার!' এরই পাশাপাশি নথিপত্র খুঁটিয়ে দেখে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সন্তানরা অন্য আবহে বড় হয়েছে। বাবার স্নেহ ও দেখভাল থেকে, উচ্চশিক্ষা, বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাবার আর্থিক ক্ষমতার সংস্থান থেকে তাদের বঞ্চিত করা ঠিক হচ্ছে না। আর এই সমস্যা মেটাতে আদালত দম্পতিকে সুযোগ দিয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর হবে ফের শুনানি। ওই দিন দম্পতিকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে আদালতে।

আদালত সূত্রে খবর, উচ্চশিক্ষার পর চাকরি নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যান নদিয়ার নাকাশিপাড়ার এক যুবক। ২০১০-এ এ রাজ্যের এক তরুণীর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। এরপর গ্র্যাজুয়েট ওই তরুণীকে নিয়েও যান সে দেশে। আমেরিকায় ২০১৩ ও ২০১৭ সালে প্রথমে কন্যা ও পরে পুত্রসন্তানের জন্ম হয় দম্পতির। ফলে জন্মসূত্রেই তারা সে দেশের নাগরিক। কিন্তু এরই মধ্যে ওই তরুণী 'বদ সঙ্গে' জড়িয়ে পড়েন বলে হাইকোর্টে দায়ের মামলায় অভিযোগ তাঁর স্বামীর। অভিযোগ, স্ত্রী এতটাই মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন যে সন্তানদের যত্নেও অবহেলা হত। যদিও তরুণীর আইনজীবীরা এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন। গত বছর জুনে বিবাদ চরমে পৌঁছলে ওই তরুণী দুই সন্তানকে নিয়ে দেশে ফিরে বাপের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। স্বামী আমেরিকা থেকে বার বার যোগাযোগ করে বাচ্চাদের স্কুল খুলে গিয়েছে জানিয়ে ফেরার তাগাদা দিয়েও ব্যর্থ হন। উলটে স্বামীর বিরুদ্ধে নাকাশিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। এদিকে ওই তরুণ পৃথক থাকার জন্য মামলা করেন। সন্তানদের ফিরে না-পেয়ে জুলাইয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালত সমাজে বেড়ে চলা দাম্পত্য কলহে উদ্বেগ প্রকাশ করে ওই দম্পতিকে মেলানোর চেষ্টা শুরু করেছে।

এক আধিকারিকের মেয়ের জন্য হস্টেল দেখতে গিয়েই ডাউনলোডের ঘটনা, জানাল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থায় গত সোমবার টানা ১৮ ঘণ্টা ওই সংস্থার আলিপুরের অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। কিন্তু, ওই তল্লাশি অভিযানের পরই 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার হিসাবরক্ষক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার কাছে অভিযোগ জানান, তাঁদের অফিসের কম্পিউটারে ১৬ টি নতুন ফাইল ডাউনলোড হয়েছে। অফিসে তল্লাশির সময় ইডি আধিকারিকরা এই ফাইল ডাউনলোড করেছিল বলে দাবি করেন চন্দন। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন কেন এই ফাইল ডাউনলোড করা হয়েছিল তা নিয়েও। তাঁর এই অভিযোগের পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই ইডির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এবার এ ঘটনায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি। চিঠি পাঠানো হয়েছে অভিযোগকারী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে ইডি-র এক অফিসার তল্লাশি চালানোর সময় নিজের মেয়ের আইআইইএসটি শিবপুরের জন্য হস্টেল খুঁজছিলেন। কিন্তু, যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাই আইআইইএসটির সাইট থেকে হস্টেল খুঁজছিলেন। এদিকে চন্দনবাবু আবার দাবি করেছিলেন, তাঁদের চোখের আড়ালেই এই কাজ হয়েছে। যদিও ইডির সাফ দাবি, আড়ালে-আবডালে কিছু হয়নি। কোনও অনৈতিক কাজ করা হয়নি। সবটাই চন্দনবাবুর সামনে হয়েছে। সার্চ শেষ হওয়ার আগেই চন্দনের সামনেই ওয়েবসাইট সার্চ করছিলেন ওই আধিকারিক।

একইসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ফাইল ডাউনলোড করা হয়নি। সার্চ করতে গিয়ে হস্টেল লেখা এক্সেল ফাইল ডাউনলোড হয়ে যায়। এদিকে সোমবারের তল্লাশি অভিযানের পর লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের দু'টি কম্পিউটারের পাশাপাশি হার্ড ডিস্কও নিয়ে এসেছে পুলিশ। কারণ, পুলিশের তরফ থেকে বোঝার চেষ্টা চলছে আদতে কী ঘটনা ঘটেছিল তা দেখতে।

ফুটপাথে শুয়ে থাকা ব্যক্তিকে পিষে দিল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফুটপাথ শুয়ে থাকা ব্যক্তিকে পিষে দিল গাড়ি। এমনই ঘটনার সাক্ষী কলকাতা। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে পার্ক সার্কাসের সেভেন-পয়েন্টে। রবিবার সকাল ৫টা ৪৫ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এক্সাইডের দিক থেকে আসা একটি দুধের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িকে। ধাক্কার প্রতিঘাতে পার্ক করে রাখা গাড়িটি সোজা গিয়ে ফুটপাথে ঘুমন্ত সেই ব্যক্তির গায়ের উপর উঠে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িটি সেই ফুটপাথবাসীকে পিষে দেয়। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুধের ভ্যানটি। ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছয় বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ। প্রথমে গাড়িটি পালিয়ে গেলেও পরে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। আটক হয় ঘাতক গাড়িটিও।

আগামী কয়েকদিনে রাজ্য জুড়ে কমবে বৃষ্টিপাত, বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী কয়েক দিনে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি কমবে। বাড়বে তাপমাত্রা। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়বে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার রাজ্যজুড়ে আংশিক মেঘলা ছিল আকাশ। উত্তরবঙ্গে দুই জেলায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে। তবে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, তাপমাত্রার সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আগামী ২৪ ঘণ্টার কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সামান্য বৃষ্টি হতে পারে আগামী ২৪ ঘণ্টায়। তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। এদিকে রবিবার কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা। শনিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৮১ থেকে ৯৭ শতাংশ। সামান্য বৃষ্টি হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৭ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তরবঙ্গে রবিবার ভারী বৃষ্টি হলেও বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা অনেকটা কমবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি ও

আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাকি উপরের দিকের জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। বাকি জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। আগামী কয়েক দিনের তাপমাত্রা বাড়বে। বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। সোমবার থেকে শুধুমাত্র উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত অনেকটাই কমে যাবে সোমবার থেকে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায়। সোমবার থেকে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অন্তত ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা উত্তর প্রদেশের বরেলি হয়ে গোরখপুর এবং বিহারের পাটনার ওপর দিয়ে এ রাজ্যের শান্তিনিকেতন ও কাঁথির উপর দিয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এদিকে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায়। উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বৃষ্টি চলবে বলেও জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে অরুণাচলপ্রদেশ আসাম মেঘালয় মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড ত্রিপুরাতে। কঙ্কন, গোয়াতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকাল এবং ওড়িশাতে। ভারতের বেশিরভাগ জায়গা থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

সেনাতে নিয়োগে পুলিশ ভেরিফিকেশনে সমস্যা না হয়, তা প্রশাসনের দেখা উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রে জগদ্দল-কাঁকিনাড়া-সহ গারুলিয়া, গৌরীপুর, হাজিনগর অঞ্চলের বহু যুবক এখন স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু নিয়োগে পুলিশ ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পুলিশ ভেরিফিকেশনে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা প্রশাসনের দেখা উচিত। শহিদ জওয়ানদের স্মরণে কাঁকিনাড়া প্রাইড গ্রুপের উদ্যোগে 'অমর জওয়ান স্মারক' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। ঘোষপাড়া রোডের ওপর কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ স্কুলের সামনে তিন শহিদ জওয়ানের স্মরণে সেনাদের সংগঠন প্রাইড গ্রুপের উদ্যোগে স্মারক গড়ে তোলা হয়েছে। রবিবার সেই স্মারকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তাঁর সংসদীয় ক্ষেত্রের তিন জওয়ান আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবুও তাদেরকে স্মরণে রেখে স্মারক গড়ে

তোলা হয়েছে। এটা খুব ভালো উদ্যোগ। তবে আগামীদিনে শহিদ পরিবারগুলোকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। সাংসদের দাবি, দেশ রক্ষার্থে তাঁর সংসদীয় ক্ষেত্রে অনেক যুবক এখন সেনাতে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু নিয়োগে তাদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা প্রশাসনের দেখা উচিত। এদিনের শহিদ স্মারক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন তিন শহিদ পরিবারের সদস্যরা, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া, কমিশনারেটের ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, মন্নু সাউ, সোহন প্রসাদ চৌধুরী, রাজকুমার যাদব, কাউন্সিলর সত্যেন রায় প্রমুখ।

নিমতলা স্পোর্টিং ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণেশ্বর: কামারহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১২ নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেসের সহযোগিতায় বর্তমান সময়ে রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে দক্ষিণেশ্বর নিমতলা স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে এদিন এক মহতী স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদঘাটন করেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মহা সংঘের সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। সকাল থেকেই রক্তদাতা ও স্থানীয় মানুষদের উৎসাহ উদ্দীপনায় এই রক্তদান শিবিরটি উৎসবে পরিণত হয়।

বধূকে নির্যাতনের অভিযোগে নৈহাটিতে ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বধূকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ধৃত স্বামী। নৈহাটির শিবদাসপুর থানার দোগাছিয়া পূর্ব দাসপাড়ার ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে দোগাছিয়া পূর্ব দাসপাড়ার বাসিন্দা রাজু দাসের সঙ্গে বুলবুলি দাসের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের এক বছর পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিত শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অভিযোগ, টাকা আনতে অস্বীকার করলে বুলবুলিকে নির্যাতন করত শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে বুলবুলিকে মারধর করে তাঁর স্বামী রাজু।

এমনকী ওই বধূকে ওড়না দিয়ে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করার চেষ্টা করে তার স্বামী। বধূর চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে তার স্বামী মারধর থামিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ বাদে ফের অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রীর বুকে লাথি মারে। মারধরের খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওইদিন রাতেই আক্রান্ত বধূ তাঁর স্বামী-সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে শিবদাসপুর অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আক্রান্তের স্বামী রাজু দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

সাধারণের কাছে আতঙ্কের আর এক নাম যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: পথ চলতি মানুষের কাছে আতঙ্কের আর এক নাম যাদবপুর। কারণ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর জেরে উত্তাল রাজনীতি। রোজই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে চলছে প্রতিবাদ মিছিল। তার জেরে গত বেশ কিছুদিন ধরে যাদবপুর দিয়ে যাতায়াতই করাই দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমজনতার। লাগাতার মিটিং-মিছিলে রাস্তায় গাড়ি চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এদিকে যাদবপুরে ভরসা বলতে বাস, মিনিবাস। তারাও অবরোধ-বিক্ষোভ-জ্যাম কাটিয়ে কতক্ষণে যাদবপুর চত্বর পেরোয়, তার ঠিক থাকছে না। পরিস্থিতি এমনই যে যাদবপুরের নাম শুনলে ট্যাক্সি-চালকরা মুখ ফেরাচ্ছেন। যাদবপুর দিয়ে একাধিক রুটের অটো চলাচল করে। ঝামেলা এড়াতে অটো-চালকরা পুরো রুটে চলাচল করছেন না। ফলে বেশ অনেকটা পথ হেঁটে যাওয়া ছাড়া বিকল্প থাকছে না। এদিকে একই অবস্থা ট্যাক্সি চালকদের ক্ষেত্রেও। যাদবপুরে যেতে চাইলে একের পর এক রিফিউজাল। কারণ, কেউই জ্যামে ফাঁসতে রাজি নন। ফলে একটু বেলা গড়ালেই আতঙ্কে আর কেউ যাদবপুর-মুখো হচ্ছে না। যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা গন্তব্য বেছে নিচ্ছেন অন্য রুটে। সব মিলিয়ে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, গোলপার্ক ও গড়িয়াহাট মার্কেটের ব্যবসায়ীদের উপর। ক্রেতারা পৌঁছতে না পারায় কেনাকাটা গিয়েছে কমে।

এই প্রসঙ্গে যাদবপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক চন্দন সরকার বলেন, 'করোনার পর থেকে এমনিতেই ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না। ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ীদের অবস্থা খুব খারাপ। তার মধ্যে যাদবপুরে ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোজ রাস্তা বন্ধ করে মিটিং-মিছিল। সারাক্ষণ পুলিশের বড় বড় ভ্যান দাঁড়িয়ে। সে সব দেখে লোকজন বাজারে আসতে

ভয় পাচ্ছেন। বেশ ক'দিন হল দোকানে খদ্দের প্রায় পাচ্ছিই না।' এদিকে গোলপার্ক-গড়িয়া ড্রাইভার অ্যান্ড অপারেটর্স ইউনিয়নের সম্পাদক দেবরাজ ঘোষ জানান, 'বিকেলে যখন প্যাসেঞ্জার বেশি হয়, তখনই যত মিটিং-মিছিল। ফলে যাত্রীদের যেমন হয়রানি হচ্ছে, তেমনই অটো চালকরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।' তাঁর দাবি, ঘুরপথে অটো চালানোর অনেক সমস্যা। রাস্তা বেড়ে গেলে তেল-গ্যাস বেশি খরচ হবে। আবার পাড়ার ভিতর দিয়ে গেলে সেখানকার বাসিন্দারা আপত্তি জানান।'

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা একযোগে জানাচ্ছেন তাঁরা চান না যে সাধারণ মানুষ কষ্টে পড়ুন। কিন্তু বঙ্গে কোনও কিছুর বিরোধিতা করতে গেলে পথে নেমে আন্দোলন করা ছাড়া উপায়ও নেই। এই প্রসঙ্গে টিএমসিপি-র রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা মানুষকে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু এত বড় সামাজিক অপরাধ দেখে চুপ করে বসেও থাকতে পারি না। একজন সচেতন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।'

এদিকে শাসক বিরোধী শিবিরের এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'যাঁরা অসুবিধায় পড়ছেন, তাঁদের কাছে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে প্রথাগত মিটিং-মিছিলের বাইরে মানুষের কাছে কোনও বার্তা পৌঁছে দেওয়ার বিকল্প রাস্তা আছে বলে আমাদের অন্তত জানা নেই। থাকলে নিশ্চয়ই সেটা অনুসরণ করতাম।' তবে বিজেপি যুবনেতা শঙ্কুদেব পন্ডা এই সমস্যায় আঙুল তুললেন কলকাতা পুলিশের দিকেই। তিনি জানান, 'মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সেটা পুলিশের দেখা উচিত।'

ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবার রাস্তায় শিল্পী ও কলা-কুশলীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাহিত্যের টানে নদিয়া জেলার বগুলা থেকে সটান কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। একরাশ আশা বুকে নিয়ে স্বপ্নের উড়ানে পাড়ি দিয়েছিল নদিয়ার মৃত ছাত্র। কিন্তু বড় হওয়ার সেই স্বপ্ন অকালে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য জুড়ে ঝড়ও উঠেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যে প্রাক্তনী-সহ বেশ কয়েকজনকে পাকড়াও করেছে। তবে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বগুলা থেকে কলকাতায় আসা ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবার রাস্তায় নামল শিল্পী ও কলা-কুশলীরা। রবিবার বিকেলে তারা শ্যামনগর তেরঙ্গী মোড় থেকে মৌন মিছিল শুরু করে ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ি সন্নিহিত ননাবাবা গঙ্গার ঘাটের কাছে মিছিল শেষ করেন। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে শ্যামনগর ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী থেকে শুরু করে বাচিক শিল্পীরা এবং সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন সামিল হয়েছিলেন। মৌন মিছিল থেকে প্রতিবাদী শিল্পীরা ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি করলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালক তথা সমাজকর্মী গৌতম পাল বলেন, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা তাদেরকে বেদনা দিয়েছে। শহরতলি থেকে অনেকেই কলকাতায় পড়তে কিংবা চাকরি করতে যান। তাদের সঙ্গেও নানা ঘটনা ঘটছে। কিন্তু প্রশাসনকে সজাগ থাকতে হবে। ছাত্র মৃত্যুর মতো ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেদিকে নজর রেখে র‍্যাগিং বন্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

সম্পাদকীয়

জীবনের অধিকারের প্রশ্নের সমাধান কবে?

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে বলিউড সুপারস্টার সলমন খানের 'হিট অ্যান্ড রান' মামলায় এক জন নিহত ও চার জন আহত হলে, মুম্বইয়ের দায়রা আদালত তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু বেশ কয়েক বছর মামলা চলার পর, ২০১৫ সালে মুম্বই হাই কোর্ট পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করে। বলিউড তারকা সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। সেই সময় মুম্বইপ্রবাসী এক জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক মন্তব্য করেছিলেন যে, কুকুরেরা রাস্তায় ঘুমোয়, এবং কুকুরের মতো মরে। এই মন্তব্য নিয়ে জনমানসে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরি হলে, পরে অবশ্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। ৩১ জুলাই রাতে বেসমেন্টে ঘুমিয়ে থাকা আট বছরের গরিব বালিকা তৃষা দত্তকে একটি চার চাকার গাড়ি যে ভাবে পিষে মেরে গেল, তা সমাজের গভীর দুঃস্বপ্নের স্মৃতিকে আরও এক বার উস্কে দিল। মোদ্দা কথাটি হল, যত চাকচিক্যময় সমাজ বা সুশাসিত গণতন্ত্রের কথাই বলা হোক না কেন, আজও এ ভাবে রাস্তা বা রাস্তার পাশে ফুটপাতে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মরাই এ দেশের এক বিপুল সংখ্যক গৃহহীন, নিরাশ্রয় মানুষের বিধিলিপি!

মনে রাখতে হবে, বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল এই দেশে ২০১১ সালের জনসুমারি অনুযায়ী, ১৭ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি গৃহহীন মানুষের বাস। আবার, ২০১৯ সালের 'হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপ' সমীক্ষা বলছে, ভারতে ১৮ লক্ষ লোকের কোনও ঘর নেই। এ সব গৃহহীন লোকেরা সাধারণত ফুটপাতে, প্ল্যাটফর্মের উপরে, ফ্লাইওভার বা সিঁড়ির নীচে, আবাসন-সংলগ্ন বেসমেন্ট এলাকা বা শহরের অস্থায়ী বস্তি ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চরম দুর্দশায় জীবন কাটায়। আবার 'ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল'-এর সংজ্ঞা অনুসারে এটাও উঠে আসে, এ দেশে প্রকৃত গৃহহীনতার সংখ্যাটি ৬ কোটিরও বেশি!

ভারতে গৃহহীনতার সমস্যা সমাধানের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্প' শুরু হয় ২০১৫ সালে। প্রকল্পটি ২০২২ সালের মধ্যে দেশের সব দরিদ্র মানুষের জন্য বাড়ি তৈরির দাবিকে মান্যতা দিয়েছিল। এর সময়সীমা এখন ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে এর নামকরণ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে একটা জঘন্য রাজনীতির খেলাও সামনে আসে। গরিব মানুষের বাসস্থান নিয়ে এমন কদর্য রাজনীতি কেন?

এক কালে মানুষ রাত্রিতে পালা করে জেগে থাকত, আগুন আবিষ্কারের পর আগুন জ্বালিয়ে রাখত, বিপদের হাত থেকে বাঁচতে। প্রশ্ন হল, সংবিধানের অন্যতম মৌলিক অধিকার, অর্থাৎ আশ্রয়ের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার সামগ্রিক অধিকার যখন লঙ্ঘিত, তখন কোনওক্রমে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখলেই কি সত্যিকারের জীবনরক্ষা হবে? গৃহহীন, পথবাসী মানুষের আশ্রয়, সামাজিক মর্যাদা, জীবনের অধিকারের প্রশ্নের কেন স্বাধীনতার ৭৬ বছর পূর্তির অমৃত মহোৎসবে প্রকৃত সমাধান হল না?

জন্মদিন

আজকের দিন

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮২৮ *বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী অদ্বৈতানন্দের জন্মদিন।*
১৮৫৫ *বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মদিন।*
১৯২৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

কবি নজরুলের ভাবনায় নারী

এস ডি সুব্রত

নজরুলের সৃষ্টিকর্মে নারী মুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে ড. লীনা তাপসী খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন — নারী এবং পুরুষের যে বৈষম্য তা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। নারী মুক্তি বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অনেক যুগের। ইসলাম ধর্মের মহানবী (সা.) এর যে বিদায়ী ভাষণ সেখানে নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা, সম্মান ও অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য মুসলমানদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। তারপরেও নারীর স্বাধীনতার বিষয়টি অগ্রাহ্য করা, তাদেরকে দুর্বল ভাবা, বোঝা ভাবা এই বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার অভাবেই হয়ে থাকে। কারণ সবার আগে মানুষ। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করতে কোনো ধর্মেই বলা হয়নি। এত ধর্মীয় অনুশাসন থাকার পরেও পুরুষশাসিত সমাজের কারণে এই বৈষম্য যুগে যুগে হয়ে এসেছে। আঠার শতকে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা, নারী শিক্ষার সূচনা করার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রনী ভুমিকা পালন করেছিলেন। যার ফলে নারীরা শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এরপর কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে যুক্ত করলেন নারীমুক্তি ও জাগরণের কথা। কাজী নজরুল ইসলামের স্বকণ্ঠে প্রথম রেকর্ড করা হয়েছিলো 'নারী' কবিতাটি। তাই বলা যায়, তাঁর ধ্যান ধারণার মধ্যে নারী মুক্তির বিষয়টি কিন্তু খুব জোরালোভাবে ছিল এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নারীর যে একটা জোরালো ভূমিকা রয়েছে তা কাজী নজরুল ইসলামের কলমে আরো সোচ্চার হয়েছে। সনাতন ধর্মে যে দশভূজা দেবীর কথা রয়েছে সেটা আসলে নারী শক্তিকে প্রতীকী অর্থে দেখানো হয়েছে। একজন নারী তার ঘরে-বাইরে কাজ, সন্তান প্রতিপালনে যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছেন সেটাই আসলে দশভূজার কাজ। নারীর এই বহুমুখী কাজের যে শক্তি, সেটাকে সমাজ যুগের পর যুগ উপেক্ষা করে চলেছে।

'জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।/জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা /দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা,/... মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা/চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা'

এই গানের মাধ্যমে নজরুল নারীকে জাগতে বলেছেন। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভার নাম। যার কলমে একইসাথে উঠে এসেছে বিদ্রোহ, সাম্যবাদী, প্রেম, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, নারীর প্রতি সম্মান। তাঁর 'নারী' কবিতাকে অতিক্রম করতে পারে এমন কবিতা আজ অব্দি হয়নি। তার নারী কবিতায় তিনি বলেছেন — 'এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল /নারী দিল তাহে রূপ-রস-সুধা-গন্ধ সুনির্মল।' অর্থাৎ পুরুষের সকল কাজের উৎসাহ আর প্রেরণাদায়ী হচ্ছে নারী।

নজরুলের ব্যক্তি জীবনের মতো তাঁর কবি মানসেও নারী বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিকাশে নারীদের অবদান যে বেশ অর্থবহ তা কবিও সরলচিত্তে স্বীকার করেছেন। ১৯৩৭ সালের ১ আগস্ট কবি তাঁর প্রথম স্ত্রী নার্গিস আসার খানমকে চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত; কি অসীম বেদনা। ...তুমি এই আগুনের পরশ মানিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না; আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।' এখানে সুস্পষ্টত কবি নার্গিস বিচ্ছেদকে সঙ্গী করে অগ্নিবীণা'য় পৌঁছেছেন। নজরুলকে কবি নজরুল হিসেবে গড়ে তুলতে নারীর প্রেম, বিরহ যে বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নজরুলের সাহিত্য গানে সৃষ্টিকর্মে নারীর উপস্থিতি অত্যন্ত বর্ণিল ও দৃঢ় । ঠিক যে সময়টাতে সমাজে নারী ছিলো কেবল ভোগ ও বঞ্চনার বস্তু, নারীকে মানুষের মর্যাদা দেয়া হতো না সেই সময়টাতেই কবির কলম ঝনঝনিয়ে বেজেছিলো। তিনি লিখেছিলেন;

'আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই/ বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যানকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

নারীকেও তিনি রুখে দাঁড়াতে বলেছেন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। তাই 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা বলতে পেরেছেন —

'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।/ দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,/ ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?'

নজরুলের সৃষ্টিকর্মে নারী মুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে ড. লীনা তাপসী খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন — নারী এবং পুরুষের যে বৈষম্য তা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। নারী মুক্তি বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অনেক যুগের। ইসলাম ধর্মের মহানবী (সা.) এর যে বিদায়ী ভাষণ সেখানে নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা, সম্মান ও অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য মুসলমানদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। তারপরেও নারীর স্বাধীনতার বিষয়টি অগ্রাহ্য করা, তাদেরকে দুর্বল ভাবা, বোঝা ভাবা এই বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার অভাবেই হয়ে থাকে। কারণ সবার আগে মানুষ। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করতে কোনো ধর্মেই বলা হয়নি। এত ধর্মীয় অনুশাসন থাকার পরেও পুরুষশাসিত সমাজের কারণে এই বৈষম্য যুগে যুগে হয়ে এসেছে। আঠার শতকে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা, নারী শিক্ষার সূচনা করার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রনী ভুমিকা পালন করেছিলেন। যার ফলে নারীরা শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এরপর কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে যুক্ত করলেন নারীমুক্তি ও জাগরণের কথা। কাজী নজরুল ইসলামের স্বকণ্ঠে প্রথম রেকর্ড করা হয়েছিলো 'নারী' কবিতাটি। তাই বলা যায়, তাঁর ধ্যান ধারণার মধ্যে নারী মুক্তির বিষয়টি কিন্তু খুব জোরালোভাবে ছিল এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নারীর যে একটা জোরালো ভূমিকা রয়েছে তা কাজী নজরুল ইসলামের কলমে আরো সোচ্চার হয়েছে। সনাতন ধর্মে যে দশভূজা দেবীর কথা রয়েছে সেটা আসলে নারী শক্তিকে প্রতীকী অর্থে দেখানো হয়েছে। একজন নারী তার ঘরে-বাইরে কাজ, সন্তান প্রতিপালনে যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছেন সেটাই আসলে দশভূজার কাজ। নারীর এই বহুমুখী কাজের যে শক্তি, সেটাকে সমাজ যুগের পর যুগ উপেক্ষা করে চলেছে। এই বলয়কে ভাঙ্গতে চেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর গান, কবিতা, উপন্যাস এবং গল্পে নারী চরিত্রের প্রগতিশীলতা দেখিয়েছেন। তিনি যেভাবে অগ্রগামী চিন্তা ও চেতনায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন অন্য কোনো কবির সাহিত্যে, গানে আমরা এভাবে কখনও পাইনি। নারীদের সমান অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাদেরকেই বেশি এগিয়ে আসতে হবে। তাদের অধিকার সম্পর্কে তাদেরই আগে সচেতন হতে হবে। কবির মনে হয়েছিল— নারীরা সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারেনি। তাদের নিজস্ব অধিকার আদায়ে তাদের আগ্রহ-অধিরতার ঘাটতি রয়েছে। তারা আজ ভয়ে জড়সড়। তারা অন্দরবাসিনী। তারা নেপথ্যে কথা বলে। কবি 'নারী' কবিতায় সেই সব নারীদের দাসত্ব, ভীতি ঘোচাতে আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে; 'আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা/ আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!/ চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,/ মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল!/ যে-ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!/ দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যতো আবরণ।' নজরুলের শ্যামা সংগীতে আমরা দেখি, সেখানে নজরুল নারীকে একটি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি শ্যামা সংগীতের মাধ্যমে যেটা প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেটা হলো নারীকে মর্যাদা দিতে হবে। বাংলা কথাসাহিত্যের রাজকন্যা সেলিনা হোসেন বলেন, ত্রিশের দশকে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব জায়গায় নারীর অবদান ছিলো। নারীকে তার যোগ্যতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হতো না। সারা বিশ্বজুড়েই নারীর অবদমন ছিলো। নারী তার অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্নভাবে লড়াই করেছে।

সেই সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে বড় করে দেখেছেন।

নজরুলের নারী ভাবনা সম্পর্কে বলতে লেখক ও গবেষক ড. সাইমন জাকারিয়া বলেন, নজরুল তাঁর সকল সৃষ্টিকর্মের ভেতর দিয়ে চেয়েছিলেন, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাক এবং সেটা শুধু তাঁর সময়কালে নয়, একটি চিরন্তন জায়গা থেকেই সেটি তিনি চেয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত সময়কে উপলব্ধি করেই নারীর মূল্যায়নের কথা লিখেছিলেন। নারীকে তিনি বহুরূপে কল্পনা করেছেন। কখনো দেবী রূপে, কখনো মানবী রূপে, নারীকে তিনি সবকিছুর উপরে স্থান দিতে চেয়েছিলেন এবং সে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর গানে, কবিতায়। পুরুষদের সৃজনশীলতা, বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য এ সবই নারীর বিরহে সিক্ত। পৃথিবীতে যেসব গৌরবময় সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টি রয়েছে তাতে নারী-পুরুষের অবদান সমান সমান। পৃথিবীতে রক্তপাত, হাসাহাসি, বেদনা, দুঃখ, কষ্টের যে স্রোত বহমান- তাতেও নারী-পুরুষ সমানভাবেই দায়ী। সুজলা-সুফলা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার পৃথিবী গড়তে নারী-পুরুষের অবদানকে সমান চোখে দেখেছেন নজরুল। তৎকালীন সমাজে নারীদের অবদান স্বীকৃত ছিলো না। পুরুষই সর্বেসর্বা। নারীদের দেখা হতো পরনির্ভরশীল দুর্বল হিসেবে। কিন্তু কবি নজরুল পুরুষদের সর্বেসর্বা মনোভাবকে দলিত করে তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন অমোঘ সত্য; দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন সাম্যের বাণী; 'সাম্যের গান গাই/ আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই।/ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।/ বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি/ অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।' (নারী, সাম্যবাদী)।

স্বপ্ন সফল হতে দেখা না দেখার কাহিনী

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি

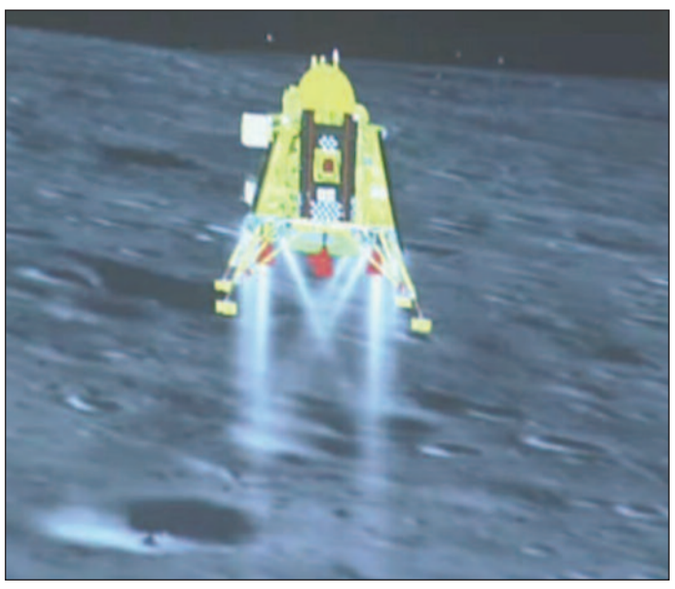

যুগ যুগ ধরে অভিযাত্রীরা রহস্যময় এবং রোমাঞ্চকর অভিযান চালিয়েছেন, অজানার খোঁজে। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা দেশ এবং মহাদেশ। এই সব অভিযাত্রীদের কোন মৃত্যু ভয় ছিল না, ছিল অদম্য স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সুষুপ্তির রাজ্যের নয়, মানসচক্ষে দেখা, যা রূপায়ন করার জন্য বছরের পর বছর অভিযাত্রীরা বা বিজ্ঞানীরা শ্রম এবং অধ্যাবসায় চালিয়ে গেছেন। যিনি প্রথমে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি হয়তো স্বপ্ন সার্থক হতে দেখেননি, হয়তো তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরসুরী সার্থক হতে দেখেছেন। গৌরব প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টার সাথে ভাগাভাগি করতে ভুল করেন না তাঁর উত্তরসুরী। কারণ, এই পথের পথিক যারা হন তাঁরা প্রকৃত অর্থে মানুষ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ হয়তো এই রকম স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল। তার মায়ের নামও স্বপ্না, তিনিও হয়তো ছেলের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু, স্বপ্নদীপকে আমরা অকালেই হারালাম, মাত্র ১৮ বছর বয়সে। সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিল, সেখানকার বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অনেক প্রাক্তন ছাত্রই আছেন যারা, নাসা, ইসরো বা ডিআরডিও'র মতো সংস্থায় কাজ করছেন। মৃত স্বপ্নদীপ হয়তো বাংলা ভাষার ছাত্র, কিন্তু আর ১৩ দিন বেঁচে থাকলে সেও সারা ভারতবাসীর মতো এক স্বপ্ন সার্থক হতে দেখতে পারতো। পারলো না র‍্যাগিং-এর নামে ঘটিত এক সংঘবদ্ধ অপরাধের শিকার হয়ে। দশকের পর দশক র‍্যাগিং কথাটি মানুষের কাছে সয়ে গেছে। অনেকেই মনে করেন এক আধটু র‍্যাগিং না করলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল শক্ত হয় না বা তারা বৃহত্তম জগতে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না। কিন্তু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে তা প্রকৃতপক্ষেই 'সংঘবদ্ধ অপরাধ'।

র‍্যাগিং এর নামে বিবস্ত্র করে ঘন্টার পর ঘন্টা দৈহিক এবং মানসিক নির্যাতন, মৃত্যুর পরে মিটিং করে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ণয় করা, অপরাধের তথ্য লোপাট করে দেওয়া, হাসপাতালে পুলিশ নির্যাতিতের সাথে দেখা করতে গেলে বাধা দেওয়া, এত সবের পরেও এই ঘটনাকে সামান্য র‍্যাগিং বলে অভিহিত করা যায় না। সম্প্রতি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীরা এই মতামত দিয়েছেন। এই অপরাধের মধ্যে ধর্ষকামজনিত বিকৃত মনোভাবও আছে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। যাদবপুরের ঘটনায় দেখা গেছে মূল চক্রীদের মধ্যে অনেকে আছেন প্রাক্তন ছাত্র, যাদের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল নয়। বর্তমান বেকারত্বের পরিবেশে হয়তো এদের অনেকেই এখনও চাকরি পাননি। অনেকে টিউশনি করে পরিবারকে সাহায্য করেন। কিন্তু, তাদের মধ্যেকার গভীর হতাশা ভুলতে তারা প্রথম বর্ষের এক অসচ্ছল পরিবারের গ্রামের ছেলেকে বেছে নিয়েছেন, যার উপর সহজে অপরাধ সংগঠিত করে হয়তো পার পাওয়া যাবে, কারণ হয়তো পিছনে দাঁড়ানোর মতো শক্ত মাটি শিকার ছাত্রটির পরিবারের নেই।

গত ২২ আগষ্ট সন্ধ্যা ৬-০৩ চন্দ্রযান-৩ যখন সফল ভাবে চাঁদে অবতরণ করলো তখন উল্লাসে উন্মত্ত বিজ্ঞানী দলের মধ্যে সাতজন বাঙালি বিজ্ঞানী ছিলেন। এদের তিন জন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং সবাই বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং জলপাইগুলি জেলার ছাত্র। স্বপ্নদীপ জানতে পারলো না যে তার মতো প্রত্যন্ত জেলার ছাত্ররা আজ দেশের গৌরব। স্বপ্নদীপ হতে পারলো না ৫৬ লক্ষ অনলাইন লাইভ স্ট্রিমিং-এ চন্দ্রযানের অবতরণ প্রত্যক্ষ করা দর্শকের মতো একজন হতে। এই লাইভ স্ট্রিমিং স্পেনের বিখ্যাত চ্যানেল আইবে'র (আইবিএআই) বিশ্ব রেকর্ড ৩৪ লক্ষ দর্শককেও ছাড়িয়ে গেছে। শক্তি শামন্তের হিন্দি ছায়াছবি 'ইনসান জাগো'র (১৯৫৯) একটি জনপ্রিয় গান ছিল 'ইয়ে চন্দা রুশ কা, না ইয়ে জাপানকা, না এহ আমরিকা পেয়ারে, ইয়ে তো হিন্দুস্তান কা'। পরিবর্তন করে আমরা গাইতে পারি 'ইয়ে চন্দা সির্ফ আমরিকা, রুশ, চিন ঔর হিন্দোস্তান কা'। হ্যাঁ, আমিও হয়তো স্বপ্ন দেখতে দেখতেই এই প্রবন্ধ লিখছি। এই মুহূর্তে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। না হলে শাসক দলের প্রধান বিরোধি কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট বলেন যে এই ঘটনা প্রত্যেক ভারতবাসীর সংঘবদ্ধ সাফল্য? এত সব কিছুর মধ্যেও এক বারের জন্য ভুলতে পারি না স্বপ্নদীপের কথা, মণিপুরে ঘটমান হিংসার কথা, সদ্য ঘটে যাওয়া গুরুগ্রামের হিংসার কথা। এই সব হিংসায় যারা নিহত হয়েছেন তারাও স্বপ্ন দেখতেন। মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর জেলার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা এবং চন্দ্রযান ৩ অভিযানের সদস্য জেমস লেইচমবামও প্রত্যক্ষ করতে পারেননি চন্দ্রযান অবতরণের দৃশ্য। কারণ, তখন তিনি হিংসার ফলে গৃহত্যাগী বাবা-মায়ের সাথে ত্রাণ শিবিরে বাস করছিলেন, যেখানে টিভি ছিল না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গেমিং ল্যাপটপ কেনার জন্য সহপাঠীকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গেমিং ল্যাপটপ কেনার জন্য অষ্টম শ্রেণির ছাত্রকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাওয়ার অভিযোগ ওঠে তিন সহপাঠীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, টাকা না পেয়ে ওই কিশোরকে খুন করে বস্তাবন্দি অবস্থায় মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয় এক ডোবায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অষ্টম শ্রেণির ওই কিশোর শুক্রবার সন্ধেবেলায় বাড়ি থেকে একটি সাইকেল নিয়ে বের হয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এরপরে সে আর বাড়ি ফেরেনি বলে দাবি। পরিবারের লোকজন দীর্ঘক্ষণ খোঁজার পরেও তাকে না পাওয়ার পরে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর এই ঘটনার তদন্ত নামে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

পুলিশ তদন্ত নেমে সন্দেহভাজন ওই কিশোরের তিন সহপাঠীকে আটক করে। পুলিশের দাবি, জেরায় ওই তিন কিশোর শিকার করে নেয় তারা গেমিং ল্যাপটপ কেনার জন্য তিন জনে তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায় কিশোরের পরিবারের কাছে। টাকা না দেওয়ায় ওই কিশোরকে শ্বাসরোধ করে খুন করে এরপর তাকে বস্তাবন্দি করে ফেলে দেয় একটি নির্জন জায়গায়। ঘটনা জানার পর পুলিশ গিয়ে বস্তাবন্দি ওই কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এবং অভিযুক্ত ওই তিন কিশোরকে প্রথমে আটক করলেও, পরে গ্রেপ্তার করে।

অভিযুক্ত ওই তিন নাবালককে ইতিমধ্যেই জুভেনাইলের আওতায় আনা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুতে ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে ওই এলাকায়। তারই প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটি মোড় অবরোধ করে বিভিন্ন পাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে এসে পথ অবরোধে নামেন বিক্ষোভকারীরা। সেখানে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের দাবি , এখনও পর্যন্ত তিনজনকে ধরা সম্ভব হয়েছে, আরও যদি কোনও সন্দেহজনক নাম থাকে, তা চেয়েছেন তারা। যদিও এলাকাবাসীর দাবি, মূল দোষী এখ নও ধরা পড়েনি। গোটা ঘটনা তদন্ত নেমেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

চন্দ্রযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে চিপ তৈরিতে অবদান সৌম্য সেনগুপ্তর

ঘরের ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বাস খাতড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভারতের চন্দ্রযান ৩ মিশনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে এক বাংলার বিজ্ঞানীর নাম। তিনি সৌম্য সেনগুপ্ত। চন্দ্রযান ৩-র গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত চিপ তৈরি করার ক্ষেত্রে চণ্ডীগড়ের সেমি কন্ডাক্টর ল্যাবরেটরিতে যে বিজ্ঞানীরা হাত লাগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাঁকুড়ার সৌম্য সেনগুপ্ত। স্বাভাবিক ভাবে চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান সফল ভাবে অবতরণ করতেই উচ্ছ্বাসে মেতেছে সৌম্যর পরিবার, স্কুল, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা।

ছোট থেকেই সৌম্যর জীবন ছিল লড়াইয়ের। বাবা রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুর্গাপুরের এক স্টিল প্ল্যান্টে চাকরি করলেও সৌম্যর ছোটবেলা কেটেছে বাঁকুড়ার খাতড়াতেই। খাতড়ার কংসাবতী শিশু বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন সৌম্য। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই বাবা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় পরিবারে ঝড় শুরু হয়। এরই মাঝে পড়াশোনা করে দুর্গাপুর এ জোন বয়েজ হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন সৌম্য। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক ও আইএসএম ধানবাদ থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ হয়ে মুম্বই আইআইটি থেকে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। পরে পোস্ট ডক্টরেট গবেষণার জন্য আমেরিকা গেলেও, বাবা মারা যাওয়ায় মাঝপথেই তা ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে চণ্ডীগড়ের সেমি কনডাক্টর ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজে যোগ দেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দ্রযান ২-র পাশাপাশি চন্দ্রযান৩-র মিশনেও অংশ রয়েছে সৌম্যর। ইসরোকে চন্দ্রযান ৩-র যন্ত্রাংশ হিসাবে আনবোর্ড প্রসেসর তৈরি করে দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে সৌম্যও একজন। এই আনবোর্ড প্রসেসরই রকেটের যাবতীয় গতিবিধির নিয়ন্ত্রক। চন্দ্রযান ৩ মিশন সফল হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে কৃতিত্বের অংশীদার সৌম্যও। এমন একটা মিশনে ঘরের ছেলের ভূমিকা থাকায় গর্বিত সকলে।

চুরির স্কুটি বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: একটি স্কুটি চুরি করে তা বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় পানাগড় বাজারে। ধৃত ২ যুবকের নাম রাহুল প্রসাদ ও উৎপল আঁকুড়ে। ধৃত দু'জনের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ এলাকায়। ধৃত দু'জনকে রবিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই যুবক শনিবার সন্ধ্যায় একটি স্কুটি নিয়ে পানাগড়ে বিক্রি করার উদ্দেশে এসেছিল। এলাকার বেশ কয়েকজনকে স্কুটিটি বিক্রি করা হবে বলে জানায়। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দামদর চলছিল, সেই সময় এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে তাঁরা পুলিশকে খবর দেয়। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। উদ্ধার করা হয়েছে স্কুটি। পুলিশের দাবি, কাঁকসা থানার পুলিশ ধৃত ২ যুবককে জেরা করে জানতে পারে, তারা ওই স্কুটিটি চুরি করে পানাগড়ে বিক্রি করতে এসেছিল। এরপরেই কাঁকসা থানার পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। স্কুটির মালিকের খোঁজ শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা, তার সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ।

কাঁকসায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ২ বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলেন দুই বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর ধোবারু মোড়ের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি বাইকে করে দু'জন যুবক রাজকুসুম থেকে মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে ওঠার সময় বীরভূমগামী একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারলে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন দুই বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এক বাইক আরোহীকে ছেড়ে দিলেও, ১৯ বছর বয়সি কাঁকসার বাসিন্দা ইন্দ্রনীল ঘোষকে রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে বাইকে ধাক্কা মারার পরে ছোট গাড়িটি রাস্তার ধারে নেমে গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে। যদিও ছোট গাড়িতে থাকা দু'জনের তেমন কোনও আঘাত লাগেনি বলেই জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে রাজ্য সড়কে সাময়িক ব্যাহত হয় যান চলাচল। কাঁকসা থানার পুলিশ ও ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
Bhadreswar, Hooghly

Memo No.: BM/PWD/e-NIT/1562 (3rd Call) **Date: 25.08.2023**

NOTICE INVITING E-TENDER

The Chairman, Bhadreswar Municipality, is inviting e-Tender for the works mentioned in the list given below, through electronic tendering (e-tendering) from eligible and resourceful contactors with financial capability having credentials per Eligibility Criteria Sated below.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Amount	Earnest Money	Period of Comp.
1.	Renovation of Ankur Hospital under Bhadreswar Municipality at G.T. Road, in Ward No.- 05. **Tender ID: 2023_MAD_560407_1**	1,32,69,829.00	2,65,397.00	6 months from the date of issue of W/O.

Bid Submission Start Date: **28.08.2023 from 10:00 AM onwards.** Bid Submission Closing Date (Online): **18.09.2023 up to 05.00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposal (Online): **21.09.2023 after 14.00 PM.** Details may be had Municipal Office Notice Board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in

Sd/- Chairman
Bhadreswar Municipality

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
Bhadreswar, Hooghly

Memo No.: BM/PWD/e-NIT/1336 (2nd Call) **Date: 25.08.2023**

NOTICE INVITING E-TENDER

The Chairman, Bhadreswar Municipality, is inviting e-Tender for the works mentioned in the list given below, through electronic tendering (e-tendering) from eligible and resourceful contactors with financial capability having credentials per Eligibility Criteria Sated below.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Amount	Earnest Money	Period of Comp.
1.	Construction of Town Hall (Netaji Bhavan) under Bhadreswar Municipality. **Tender ID: 2023_MAD_560390_1**	7,46,84,649.00	14,93,693.00	1 year from the date of issue of W/O.

Bid Submission Start Date: **28.08.2023 from 10:00 AM onwards.** Bid Submission Closing Date (Online): **18.09.2023 up to 05.00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposal (Online): **21.09.2023 after 14.00 PM.** Details may be had Municipal Office Notice Board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in

Sd/- Chairman
Bhadreswar Municipality

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN: L65993WB1983PLC035729
রেজি. অফিস: ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড
৪র্থ তল, রুম নং- ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং: +৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ইমেল আইডি:** kineticinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট: www.kineticinvestments.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে **শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ দুপুর ০২.০০টায় ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১**- তে ১১ আগস্ট ২০২৩ তারিখের এজিএম আহ্বানের নোটিশে বর্ণিতমত ব্যবসায় লেনদেন করতে।

প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মান্যতা দিয়ে, ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির কপি এবং আর্থিক বছর ২০২২-২৩-এর বার্ষিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর সাথে নিবন্ধিত। যে সকল সদস্যরা তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাঁদের জন্য অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে এর ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in, দ্য কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -তেও পাওয়া যাবে এবং এছাড়াও এজিএম বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com -এ ।

যদি আপনাদের ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে আর্থিক বছর ২০২২-২৩ -এর বার্ষিক রিপোর্ট সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যদি কোনো সদস্য ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন এবং/অথবা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট এর সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট না করে থাকেন, অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন-

ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডিং	অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস (আরটিএ), নিস টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এর ইমেল আইডি nichetechpl@nichetechpl.com -তে যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিন। ফর্ম আইএসআর-১ ডাউনলোডের জন্য আরটিএ এর ওয়েবসাইট www.nichetechpl.com -এ উপলব্ধ।
ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-দের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপি দ্বারা পরামর্শ দেওয়া প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।

এছাড়াও এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

এছাড়াও এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তিটিও দেওয়া হল যে, ১১ আগস্ট ২০২৩ তারিখের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসাটি রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (সকাল ৯:০০টা) শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (বিকাল ৫:০০টা) -এ শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। শুধুমাত্র কাট অফ ডেট -এ অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ শুক্রবার, ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং সহ এজিএমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। কোনো ব্যক্তি, যিনি এজিএমের বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখের মধ্যে শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে helpdesk.evoting@cdslindia.com বা kineticinvestments@yahoo.in -এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম ভেন্যুতে উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএমে উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com -এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (''এফএকিউএস'') এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ ইমেল লিখে জানাতে পারেন অথবা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ বা ০২২-২৩০৫৮৫৪৩/৪২ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00887473)

স্থান: **কলকাতা**
তারিখ: **১১.০৮.২০২৩**

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN: L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস: ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড
৪র্থ তল, রুম নং- ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং: +৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ইমেল আইডি:** armchairinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট: armchairinvestments.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে **বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ দুপুর ০২.০০টায় ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১**- তে ১১ আগস্ট ২০২৩ তারিখের এজিএম আহ্বানের নোটিশে বর্ণিতমত ব্যবসায় লেনদেন করতে।

প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মান্যতা দিয়ে, ৪১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির কপি এবং আর্থিক বছর ২০২২-২৩-এর বার্ষিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর সাথে নিবন্ধিত। যে সকল সদস্যরা তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাঁদের জন্য অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে এর ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়েছে ।

উপরে উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in, দ্য কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -তে ও পাওয়া যাবে এবং এছাড়াও এজিএম বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com -এ ।

যদি আপনাদের ইমেল আইডি ইতিমধ্যেই কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে আর্থিক বছর ২০২২-২৩ -এর বার্ষিক রিপোর্ট সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন বিশদ আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যদি কোনো সদস্য ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন এবং/অথবা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট এর সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট না করে থাকেন, অনুগ্রহ করে নীচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন-

ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডিং	অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস (আরটিএ), নিস টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এর ইমেল আইডি nichetechpl@nichetechpl.com -তে যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিন। ফর্ম আইএসআর-১ ডাউনলোডের জন্য আরটিএ এর ওয়েবসাইট www.nichetechpl.com -এ উপলব্ধ।
ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-দের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপি দ্বারা পরামর্শ দেওয়া প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।

এছাড়াও এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

এছাড়াও এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তিটিও দেওয়া হল যে, ১১ আগস্ট ২০২৩ তারিখের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসাটি রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (সকাল ৯:০০টা) শুরু হবে এবং বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (বিকাল ৫:০০টা) -এ শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। শুধুমাত্র কাট অফ ডেট -এ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে, ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং সহ এজিএমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। কোনো ব্যক্তি, যিনি এজিএমের বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখের মধ্যে শেয়ার ধারণ করেছেন, তিনি তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে helpdesk.evoting@cdslindia.com বা armchairinvestments@yahoo.in -এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম ভেন্যুতে উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএমে উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com -এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (''এফএকিউএস'') এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ ইমেল লিখে জানাতে পারেন অথবা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ বা ০২২-২৩০৫৮৫৪৩/৪২ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00894061)

স্থান: **কলকাতা**
তারিখ: **১১.০৮.২০২৩**

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা

'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ই-মেল - sbi.18192@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ/ জামিনদাতাগণ/সম্পত্তির মালিকের নাম ইত্যাদি	বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিবরণ	দাবি নোটিশের তারিখ	দখলের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রা. লি.	(১) শ্রী মনোজ কুমার গয়াল (২) শ্রীমতি পূজা গয়াল	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী মনোজ কুমার গয়াল** **সম্পত্তি নং ১ :** ফ্ল্যাট নং ১০৩, ২য়তল, কোর রেসিডেন্সি, পাঁজাবাড়ি,গুয়াহাটি, ৭৮১০৩৭, (আরবান), পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৫৯৫ বর্গফুট এবং একটি কার পার্কিং স্পেস এবং সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ০.৫৪ একর এর যথাযথ ভাগ অংশ মোট জমি ২৬.৭১ একর থেকে দাগ নং ৪৯৭ (পুরানো)/২২৪৮ (নতুন),কে পি পাট্টা নং ১১৭ (পুরানো)/ ১৫২৪ (নতুন) গ্রাম : দ্বারন্দা, মৌজা : বেলতলা, গুয়াহাটি, জেলা:কামরুপ (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৭৮২২/২০১৩, শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে: শ্রী চক্রবর্তীর জমি,দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সুন্দর পথ, পশ্চিমে : এশান পথ সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ২ :** ফ্ল্যাট নং ১০৪,২য় তল, কোর রেসিডেন্সি, পাঁজাবাড়ি,গুয়াহাটি, ৭৮১০৩৭, (আরবান), পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৫২৬ বর্গফুট এবং একটি কার পার্কিং স্পেস এবং সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ০.৫৪ একর এর যথাযথ ভাগ অংশ মোট জমি ২৬.৭১ একর থেকে দাগ নং ৪৯৭ (পুরানো)/২২৪৮ (নতুন),কে পি পাট্টা নং ১১৭ (পুরানো)/ ১৫২৪ (নতুন) গ্রাম : দ্বারন্দা, মৌজা : বেলতলা, গুয়াহাটি, জেলা:কামরুপ (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৭৮২৩/২০১৩, শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে: শ্রী চক্রবর্তীর জমি,দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সুন্দর পথ, পশ্চিমে : এশান পথ সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ৩ :** ইউনিট নং ১সি, ২য়তল, বালাজি পয়েন্ট, আথগাঁও, গুয়াহাটি, ৭৮১০০১, (আরবান), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ৭৭৫ বর্গফুট এবং একটি কার পার্কিং স্পেস এবং সংশ্লিষ্ট জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাণ ০.২৭ একর সামগ্রিক জমির পরিমাণ ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক, দাগ নং ৫৫৫ ,কে পি পাট্টা নং ১৪৫, গ্রাম : শহর গুয়াহাটি, অংশ -১, আথগাঁও, মৌজা- গুয়াহাটি, জেলা-কামরুপ (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৬৪৫/২০১৪, শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :বাই লেন, দক্ষিণে : সঞ্জু প্রসাদ এবং অন্যান্যের জমি, পূর্বে : মাধব বড়ুয়ার জমি , পশ্চিমে : এস জে রোড সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ৪ :** ইউনিট নং ১ডি, ২য়তল, বালাজি পয়েন্ট, আথগাঁও, গুয়াহাটি, ৭৮১০০১, (আরবান), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ৭৪১ বর্গফুট এবং ১(একটি) কার পার্কিং স্পেস এবং সংশ্লিষ্ট জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাণ ০.২৭ একর সামগ্রিক জমির পরিমাণ ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক, দাগ নং ৫৫৫ ,কে পি পাট্টা নং ১৪৫, গ্রাম : শহর গুয়াহাটি, অংশ -১, আথগাঁও, মৌজা- গুয়াহাটি, জেলা-কামরুপ (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৬৪৪/২০১৪, শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :বাই লেন, দক্ষিণে : সঞ্জু প্রসাদ এবং অন্যান্যের জমি, পূর্বে : মাধব বড়ুয়ার জমি , পশ্চিমে : এস জে রোড সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ৫ :** ফ্ল্যাট নং ১এ,অবস্থিত দ্বিতীয় তলে -আর আর রেসিডেন্সি, কে সি রোড, ছত্রিবাড়ি, গুয়াহাটি, ৭৮১০০১, (আরবান), পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৬৭৬.৮৩ বর্গফুট,এবং পার্কিং স্পেস ৩ (তিন) গাড়ির জন্য সমপরিমাণ ৪.১ ছটাক সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ২ (দুই) কাঠা ০১ (এক) ছটাক দাগ নং ১০৫২,কে পি পাট্টা নং ৫৫৮,শহর গুয়াহাটি, পার্ট-২, মৌজা- গুয়াহাটি, জেলা -কামরুপ,(মেট্রো) , অসম, বিক্রয় দলিল নং ৯২৬/২০১১ শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে সমুদয় সম্পত্তি এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : সারু সালা বেল/ কে সি দাস কলেজ, দক্ষিণে : কেসিসি রোড, পূর্বে : শ্রী ব্যানার্জির জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ৬ :** ফ্ল্যাট নং ১ ডি২ এবং ১এফ অবস্থিত ২য়তলে, কোহিনূর রেসিডেন্সি, ভগদত্তপুর,কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি,৭৮১০১৯, (আরবান), পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৫৮৬.৬৫ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ৪.৫ ছটাক মোট জমির পরিমাণ ১৭.২৬ একর সমপরিমাণ ১ বিঘা ১ কাঠা ৯ ছটাক ,দাগ নং ৪৭৫(পুরানো), ২৫৯০ (নতুন) কে পি পাট্টা নং ৭/১১০ (পুরানো), ১৩৯ (নতুন) , গ্রাম- উদলবাকড়া, মৌজা- বেলতলা, জেলা -কামরুপ (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৫০২/২০১০ শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে সমুদয় সম্পত্তি। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : উহাত মিকিরের জমি, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ৭ :** ফ্ল্যাট নং এ-৪০১, ৫মতল, জি কে এনক্লেভ,কাহিলিপাড়া,গুয়াহাটি, ৭৮১০১৬, (আর্বান), পরিমাণ মোট এরিয়া : ২৪০০ বর্গফুট এবং পার্কিং স্পেস একতলায় ২ (দুই) গাড়ির জন্য যথাযথ অংশে জমির পরিমাণ ১০১৫.৫৩ বর্গফুট মোট জমির পরিমাণ ১ বিঘা, ৩ কাঠা, ৬.৫ ছটাক, দাগ নং ২২, ২৮, ২৯, এবং ৯ কে পি পাট্টা নং ৭৮২ এবং ২২৯ অবস্থিত রাজস্ব গ্রাম -, কাহিলিপাড়া, মৌজা- বেলতলা, জেলা -কামরুপ, (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৭৫৮২/২০১১ শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে সমুদয় সম্পত্তি এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৩ এর জমি,দক্ষিণে : দাগ নং ৮ এর জমি, পূর্বে : পিডব্লুডি রোড,পশ্চিমে: দাগ নং ৬ জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ৮ :** ফ্ল্যাট নং বি-৩এস, ৪র্থ তল, ব্লক বি, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্টস, ধারাপুর, গুয়াহাটি -৭৮১১৩৩, (আধা শহর),পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৩৮৬ বর্গফুট, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় ব্লক ডি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ছটাক, দাগ নং ৮৩৯ ,কে পি পাট্টা নং ১৮৮, গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা -রামচরানি, জেলা -কামরুপ (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৭/২০১১ শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে সমুদয় সম্পত্তি, এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : অপূর্ব কুমার দাসের জমি, দক্ষিণে : সাধারণের ব্যবহারের জায়গা, পূর্বে : বড়ুয়া কনস্ট্রাকশন, পশ্চিমে : সরকারি জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ৯ :** ফ্ল্যাট নং বি-৩এন, ৪র্থ তল, ব্লক বি, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্টস, ধারাপুর, গুয়াহাটি -৭৮১১৩৩, (আধা শহর),পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৩৮৬ বর্গফুট, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় ব্লক ডি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ ছটাক, দাগ নং ৮৩৯ ,কে পি পাট্টা নং ১৮৮, গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা -রামচরানি, জেলা -কামরুপ (মেট্রো), অসম, বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫/২০১১ শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে সমুদয় সম্পত্তি, এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : অপূর্ব কুমার দাসের জমি, দক্ষিণে : সাধারণের ব্যবহারের জায়গা, পূর্বে : বড়ুয়া কনস্ট্রাকশন, পশ্চিমে : সরকারি জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ১০ :** ফ্ল্যাট নং ৬এ, ৭ম তল, জগদম্বা অ্যাপার্টমেন্ট, এএসইবি রোড, গুয়াহাটি - ৭৮১০০৭ (নগর) পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৭১৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) সহ একটি কার পার্কিং স্পেস নং ৬এ, একতলায় এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩.৯ ছটাক মোট জমি ১ বিঘা, ১ কাঠা, ১ ছটাক থেকে (১৬.২৪ এআরই), দাগ নং ২৭৮ এবং ২৭৯ (পুরানো) , ১৩১৮ এবং ১৩১৯ (নতুন) কেপি পাট্টা নং ৪৭৭ (পুরানো) ২৬১ (নতুন) গ্রাম- শহর উলুবাড়ি পার্ট ২ , মৌজা- উলুবাড়ি , গুয়াহাটি , জেলা -কামরূপ, অসম, বিক্রয় দলিল নং ১৫৩৪৩/২০১৫ মনোজ গয়ালের স্বত্বাধীনে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ২৭৫(পুরানো) অংশ দাগ নং ১৩১৮ এবং ১৩১৯ (নতুন), দক্ষিণে : সাধারণ সড়ক, পূর্বে : দাগ নং ২৮৩ (পুরানো) , ১৩৫২ (নতুন), পশ্চিমে : সাধারণ সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ১১ :** ফ্ল্যাট নং ৬সি, ৭ম তল, জগদম্বা অ্যাপার্টমেন্ট, এএসইবি রোড, গুয়াহাটি - ৭৮১০০৭ (নগর) পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৮৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) সহ একটি কার পার্কিং স্পেস নং ৬এ, একতলায় এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩.৯ ছটাক মোট জমি ১ বিঘা, ১ কাঠা, ১ ছটাক থেকে (১৬.২৪ এআরই), দাগ নং ২৭৮ এবং ২৭৯ (পুরানো) , ১৩১৮ এবং ১৩১৯ (নতুন) কেপি পাট্টা নং ৪৭৭ (পুরানো) ২৬১ (নতুন) গ্রাম- শহর উলুবাড়ি পার্ট ২ , মৌজা- উলুবাড়ি , গুয়াহাটি , জেলা -কামরূপ, অসম, বিক্রয় দলিল নং ৮৫০১/২০১৫ শ্রী মনোজ গয়ালের স্বত্বাধীনে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ২৭৫(পুরানো) অংশ দাগ নং ১৩১৮ এবং ১৩১৯ (নতুন), দক্ষিণে : সাধারণ সড়ক, পূর্বে : দাগ নং ২৮৩ (পুরানো) , ১৩৫২ (নতুন), পশ্চিমে : সাধারণ সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ১২ : অংশ ১:** বাণিজ্যিক প্লট দাগ নং ৮০৮ (২ কাঠা ৫ ছটাক), ৮০৯ (২ কাঠা ৫ ছটাক) উভয়ের কেপি পাট্টা নং ৬৭,অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গৌরীপুর, রাজস্ব গ্রাম - শিলা, মৌজা -শিলা সেন্দুরী ঘোপা, জেলা -কামরূপ,(গ্রামীণ), গুয়াহাটি-৭৮১০৩১, অসম, পরিমাণ মোট এরিয়া : ৪ কাঠা ১৩ ছটাক, বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৯/২০১৪ শ্রী মনোজ গয়ালের স্বত্বাধীনে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ১ (বি), দক্ষিণে : দাগ নং ৮০৭ জমি, পূর্বে : অভ্যন্তরীন চলার পথ, পশ্চিমে : রেলওয়ে ট্র্যাক সমন্বিত। **অংশ ২:** বাণিজ্যিক প্লট দাগ নং ৮১৫ কেপি পাট্টা নং ৯৮,অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গৌরীপুর, রাজস্ব গ্রাম - শিলা, মৌজা -শিলা সেন্দুরী ঘোপা, জেলা -কামরূপ,(গ্রামীণ), গুয়াহাটি-৭৮১০৩১, অসম, পরিমাণ মোট এরিয়া : ১ কাঠা ১৪ ছটাক, বিক্রয় দলিল নং ১৪৫০/২০১৪ শ্রী মনোজ গয়ালের স্বত্বাধীনে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ১ (বি), দক্ষিণে : দাগ নং ৮০৭ জমি, পূর্বে : অভ্যন্তরীন চলার পথ, পশ্চিমে : রেলওয়ে ট্র্যাক সমন্বিত। **অংশ ৩:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাণিজ্যিক প্লট এবং অফিস ভবন দাগ নং ৮০৭(৩ কাঠা ১৩ ছটাক), ৮১১ (৩ কাঠা ১০ ছটাক) উভয়ের কেপি পাট্টা নং ১৮৭,অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গৌরীপুর, রাজস্ব গ্রাম - শিলা, মৌজা -শিলা সেন্দুরী ঘোপা, জেলা -কামরূপ,(গ্রামীণ), গুয়াহাটি-৭৮১০৩১, অসম, পরিমাণ মোট এরিয়া : ১বিঘা, ২ কাঠা ৩ ছটাক, বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৮/২০১৪ শ্রী মনোজ গয়ালের স্বত্বাধীনে এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ১ (বি), দক্ষিণে : দাগ নং ৮০৭ জমি, পূর্বে : অভ্যন্তরীন চলার পথ, পশ্চিমে : রেলওয়ে ট্র্যাক সমন্বিত।	২৭.০৩.২০২৩	২৩.০৮.২০২৩	**৫৮,৫৫,৮১,২৭৪.০০ টাকা (আটান্ন কোটি পঞ্চান্ন লাখ একাশি হাজার দুশো চুয়াত্তর টাকা) টাকা ২৬.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ২৭.০৩.২০২৩ থেকে উপরি উল্লিখিত চুক্তি হারে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
পিটিএস লিমিটেড	(১) শ্রী মনোজ কুমার গয়াল (২) শ্রীমতি পূজা গয়াল (৩) শ্রী রাম নিবাস গয়াল	**সম্পত্তির মালিক : শ্রী মনোজ কুমার গয়াল** **সম্পত্তি :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতল, কোহিনূর ক্লাসিক, ব্লক -এ, রোদালি পথ,জনক নগর, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি -৭৮১০১৯ পরিমাণ ৪৬০০ বর্গ ফুট , দাগ নং ৪৫৯ (পুরানো)/ ২৯৬২ (নতুন) কেপি পাট্টা নং ৮৮ (পুরানো)/ ১৫১২ (নতুন), বিক্রয় দলিল নং ৮৯৬২/২০১৬ ,শ্রী মনোজ কুমার গয়ালের নামে সমুদয় সম্পত্তি এবং ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : রাজেন গোহাইন এর জমি, দক্ষিণে : হরেশ্বর ডেকার জমি, পূর্বে : উহাত কামালুর জমি, পশ্চিমে : ২৩ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	১৮.০৪.২০২৩	২৩.০৮.২০২৩	**১৯,০৮,০৭,৮৫৬.০০ টাকা (উনিশ কোটি আট লাখ সাত হাজার আটশ ছাপান্ন টাকা) টাকা ১৭.০৪.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ১৮.০৪.২০২৩ থেকে উপরি উল্লিখিত চুক্তি হারে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩
স্থান - গুয়াহাটি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সুদের টাকা দিতে না পারায় শুটআউট গোঘাটে, গুলিবিদ্ধ এক, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার গোঘাটে শুটআউটের ঘটনায় আতঙ্ক এলাকায়। সুদে টাকা ধার দিয়ে, সেই টাকা আদায় করতে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ। গুলির আঘাতে আহত ১। ঘটনাটি ঘটে হুগলি জেলার গোঘাটের মথুরা এলাকার। এই শুট আউটের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম পল্টু বিশ্বাস। বাড়ি আরামবাগ পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের ঘিয়া এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে হঠাৎ করে ঘরে ঢুকে অতর্কিত হামলা চালায় কৃষ্ণেন্দু সাহা ও পাপাই সাহা নামে দুই যুবক বলে অভিযোগ। রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গোঘাট থানার পুলিশ। গ্রামের মানুষের হাতে আটক একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনায় আহতকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গিয়েছে, গোঘাটের মথুরা গ্রামের বাসিন্দা ফটিক রায় তার পরিচিতদের কাছে বেশ কয়েক হাজার টাকা সুদে ধার নেয়। প্রথমের কয়েক মাস সুদের টাকা দিতে পারলেও গত দু'মাস দিতে পারেনি টাকা। সেই কারণেই শনিবার রাতে বাইকে করে ফটিক রায়ের বাড়িতে হঠাৎ চড়াও হয় পাওনাদার সহ তিন দুষ্কৃতী। প্রথমে টাকা ফেরতের দাবি করে। টাকা ফেরত না পেয়ে ফটিক রায়কে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা। সেই সময় পরিবারের লোকজন বাধা দিতে গেলে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে দেয় তারা। তার মধ্যেই একটি গুলি গিয়ে লাগে ফটিক রায়ের ছেলে অর্জুন রায়ের হাতে। তার পরেই ভয়ে পালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। দু'জন পালিয়ে গেলেও একজনকে ধরে ফেলে পরিবারের লোকজন। তারপর খবর দেওয়া হয় গোঘাট থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে গ্রেপ্তার করে ওই যুবককে। পড়ে রয়েছে গুলির খোল। পরিবারের দাবি, প্রায় চার রাউন্ড গুলি চালায়। অন্যদিকে ঘটনায় গুলিবিদ্ধ অর্জুনকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রাতেই। এই বিষয়ে ফটিক রায় বলেন, সুদে টাকা ধার নিয়েছিলাম। অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একমাস সময় নিই। টাকা দিতে পারিনি। শনিবার রাতে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে তখন ছেলে বাঁধা দিলে ওরা গুলি চালায়। অপরদিকে ফটিক রায়ের স্ত্রী রেখা রায় বলেন, রাতে বাড়িতে হামলা চালানো হয়। টাকা দিয়ে দেব বলা সত্ত্বেও গুলি চালায় তারা। খুব আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে। সবমিলিয়ে এই শুট আউটের ঘটনার জেরে ব্যাপক শোরগোল এলাকা জুড়ে।

রাজ্যপাল অমিত শাহর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অমিত শাহের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন রাজ্যপাল। এলাম দেখলাম ছবি তুললাম চলে গেলাম। এটা রাজ্যপাল করতে পারেন রাজ্য সরকার নয়। মিজোরামের দুর্ঘটনাগ্রস্ত মালদার মৃত শ্রমিক পরিবারদের সহযোগিতা এবং আর্থিক অনুদান দিতে এসে এভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সমালোচনা করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

রবিবার সকালে প্রথমে মালদা রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত কোকলামারি চৌদুয়ারি গ্রামে যান মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও তাজমুল হোসেন। এছাড়াও ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, চাঁচলের বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ, মালতিপুরের বিধায়ক রহিম বক্সী প্রমুখ। এদিন চৌদুয়ারি গ্রামের যে ১৬ জন শ্রমিক মিজোরামের নির্মীয়মাণ রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, তাদের মঞ্চের মধ্যে ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়কেরা। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদানের চেক মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মৃত শ্রমিকদের স্ত্রীদের বিধবা ভাতা এবং আরো এককালীন ৪০ হাজার টাকা সহযোগিতা করা হয়।

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, মালদার মৃত শ্রমিকদের ঘটনার কথা জানতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী রীতিমতো শোকার্ত। আজকে যদি ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ না হত তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। রেলমন্ত্রক রাজ্যপালকে দিয়ে চেক বিলি করিয়ে দায় এড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলে দিয়েছেন সামান্য টাকা দিলেই হল না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এইসব পরিবারের পাশে থাকতে হবে। দিল্লির বিজেপির প্রতিনিধি রাজ্যপালের মতো নয়, যে এলাম দেখলাম ছবি তুললাম আর চলে গেলাম।

তিনি আরও বলেন, এ রাজ্যে বিজেপি বলতে রাজ্যপাল, ইডি আর সিবিআই। ওদেরকে দিয়ে রাজনীতি করানোর চেষ্টা চলছে। মিজোরাম কাণ্ডে এতগুলো শ্রমিক মারা গেল একবারের জন্যও দিল্লির নেতারা মালদা এসে শোক জ্ঞাপন করলেন না। রাজ্যপালকে দিয়ে রেলের চেক বিলি করানো হল। শুধু আর্থিক অনুদানের চেক বিলি করেই আমরা নিজেদের দায় সাড়ব না। এলাকার যারা তৃণমূলের জন প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে যে অসহায় পরিবারগুলির পাশে থেকে তদারকি করতে হবে। তাঁরা যাতে কোনওরকম ভাবেই সমস্যার সম্মুখীন না হন সেই বিষয়টিও দেখতে হবে।

মন্ত্রীর ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, ইডি, সিবিআই-এ বেস্ট অফিসাররা কাজ করেন। দেশের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করা উচিত। রাজনৈতিক স্বার্থে নয়। নীরব মোদিদের মতো যারা দেশের অর্থ তছরুপ করে বিদেশে পালিয়েছে, তাদের আনার ব্যবস্থা করুক কেন্দ্র সরকার। কিন্তু সেইসব না করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদের মৃত তিন পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: মুর্শিদাবাদের মৃত তিন পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। গাজিয়াবাদে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে মৃত সামশেরগঞ্জের দুই শ্রমিকের বাড়ি এলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান আসেন তিনি। মৃত শুভঙ্কর রায় এবং গোকুল মণ্ডলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পরিবারের হাতে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য বাবদ ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। পাশাপাশি জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা করে এবং সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা করে এবং ধুলিয়ান পুরসভার পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র।

প্রসঙ্গত, ফের ভিন রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। গাজিয়াবাদে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ এবং ফরাক্কার তিন শ্রমিকের। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। রবিবার ফিরে আসবে তিন পরিযায়ী শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ। মৃত শ্রমিকদের নাম গোকুল মণ্ডল (৪৪), শুভঙ্কর রায় (৩১) এবং ইসরাইল শেখ (৩৩)। তাঁদের মধ্যে গোকুল মণ্ডলের বাড়ি সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভা এলাকার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাহাড়ঘাঁটি এলাকা। শুভঙ্করের বাড়ি ধুলিয়ানের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেতবোনা গ্রামে। ইসরাইল ফরাক্কা থানার ইমামনগরের বাসিন্দা।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় তিন লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্যে রয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের দাবি, রাজ্যে কর্মসংস্থান থাকলে ঝুঁকি নিয়ে কাউকে বাইরে যেত হত না। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গ্যারান্টিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণদানের ঘোষণা করে।

ছোটর পর মৃত্যু বড় ছেলেরও, খাবারে বিষক্রিয়ার দাবি, তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কারণে কয়েকদিন আগেই পরিবারের ছোট ছেলে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এবার মৃত্যু হল বড় ছেলেরও। হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন দম্পতি। খাবারে বিষক্রিয়া বলে দাবি। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ফুটিডাঙা গ্রামে সোরেন পরিবারে একের পর এক মৃত্যুর পর ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্রের সন্দেহ তীব্র হচ্ছে পরিবারের।

বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার ফুটিডাঙা গ্রামে গত বুধবার সকাল থেকে হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন বাদল সোরেন, তাঁর স্ত্রী চম্পা সোরেন ও তাঁদের দুই ছেলে বিধান ও বীরেন্দ্রনাথ। তড়িঘড়ি তাঁদের স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার চার জনেরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, তাঁদের বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায় ছোট ছেলে বছর বারোর বিধান। এবার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হল বড় ছেলে বছর সতেরোর বীরেন্দ্রনাথেরও। হাসপাতালের সিসিইউতে এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন স্ত্রী চম্পা সোরেন। প্রাথমিক ভাবে সোরেন পরিবারের ধারণা ছিল, মঙ্গলবার দুপুরের রান্না করা খাবারে কোনওকারণে বিষক্রিয়া ঘটে। সেই খাবার মঙ্গলবার রাতে পরিবারের সকলে খাওয়ার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু একের পর এক মৃত্যুতে এবার সোরেন পরিবারের সন্দেহ, তাঁদের সকলকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করে কেউ বা কারা খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকতে পারে। গোটা ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সোরেন পরিবার ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা।

হিন্দমোটর এডুকেশন সেন্টারের উদ্যোগে প্রতিভা অন্বেষণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শিশুদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ২৪ এবং ২৫ অগস্ট, ২০২৩ এইচম এডুকেশন সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রতিভা অন্বেষণ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ সুনামের কথাও উঠে আসে অনুষ্ঠানে। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের রেক্টর ও ম্যানেজার শ্রীমতী সুদীপ্তা বোস, বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্যা শ্রীমতী সোনিতা রায় সহ প্রধানাচার্য্যা শ্রীমতী মণীষা সিং, শিক্ষা অধিকর্ত্রী শ্রীমতী নীতু চট্যোপাধ্যায়, স্বনামধন্য রাগ সঙ্গীত শিল্পী শ্রী সপ্তর্ষি চক্রবর্তী, শ্রী অভিজিৎ রায়, শেফ মণীশ দেবনাথ, শ্রীমতী ঋতুপর্ণা মুখোপাধ্যায়, মহসিনা লোদি, নৃত্যশিল্পী মৌসুমী গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রী চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গীতে শ্রোতার মন জয় করে নেন।

দু'দিনের প্রতিযোগিতার মধ্যে নৃত্যগীত ছাড়াও ছিল মুখোশ বানানো, আগুন ছাড়া রান্না, ফ্যাশন শো সহ আরও কত কী! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তাঁর কব্যের মধ্যে দিয়ে এই ছোট সদ্য ফোটা ফুলের মতো শিশুদের উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয় উরপাড়ার গণভবনে। এদিনের প্রধান অতিথি ছিলেন পণ্ডিত সপ্তর্ষি চক্রবর্তী। ছোট শিশুদের কলতানে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল। তিনি বক্তব্য রাখেন।

সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ দুই কিশোর

অরূপ ঘোষ

ঝাড়গ্রাম: সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে রবিবার দুপুরে নিখোঁজ গোপীবল্লভপুর দুই নম্বর ব্লকের চোরচিতা গ্রামের দুই কিশোর। নিখোঁজ দুই কিশোরের সন্ধানে গোপীবল্লভপুর দু নম্বর ব্লকের চোরচিতা গ্রামের সুবর্ণরেখা নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা।

নিখোঁজ দুই কিশোরের নাম চোরেশ্বর ঘোড়াই (১৫) ও প্রদীপ ঘোড়াই (১৪)। আকাশ ঘোড়াই দশম শ্রেণির ছাত্র ও প্রদীপ ঘোড়াই নবম শ্রেণির ছাত্র বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে চোরচিতা গ্রামে। কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার শেষ এখনো কাটেনি, রবিবার ফের দুই কিশোর স্নান করতে নেমে সুবর্ণরেখা নদীতে তলিয়ে যায়। কিন্তু রবিবার সঙ্গে সাতটা পর্যন্ত তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে রয়েছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা, ওই দুই কিশোরের সন্ধানে সুবর্ণরেখা নদীতে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। কিন্তু তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। যার ফলে গোটা এলাকা জুড়ে যেমন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে দুই কিশোরের পরিবারে ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সুবর্ণরেখা নদী থেকে যেভাবে প্রতিনিয়ত বালি তোলা হচ্ছে তাতেই সুবর্ণরেখা নদীতে তৈরি হচ্ছে বড় বড় গর্ত। যার ফলে প্রতিনিয়ত বহু মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন।

উত্তরপাড়ায় মাখলা সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে বিনা ব্যয়ে ব্রেস্ট, ইউটেরাস ক্যানসার নির্ণয় ও অ্যানিমিয়া ব্লাড সুগার পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সারভাইক্যাল, জরায়ু ও ব্রেস্ট ক্যান্সার পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হল শনি ও রবিবার। দুদিনব্যাপী দু'নম্বর সায়েন্স ক্লাবের প্রাঙ্গণে মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হয় রোটারি ক্লাব অফ শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া দু'নম্বর মাখলা সায়েন্স ক্লাবের পরিচালনা ও সহযোগিতায় চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও আরসিসি রিষড়া প্রহেলিকায়। রবিবার ২৭ অগস্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে করা হয় অ্যানিমিয়া, ব্লাড সুগার টেস্ট সহ অন্যান্য পরীক্ষা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর রোটারি ক্লাবের সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তারা, চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা সহ উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল।

বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোন্নগরের কানাইপুরের প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান বিশিষ্ট সমাজসেবী আচ্ছালাল যাদব, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা উত্তরপাড়া পুরসভার কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব, উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা মহামায়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সিআইসি উৎপলাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সিআইসি তথা কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায়, কাউন্সিলর মানসী সিংহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন হাতি সহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

রবিবার সারাদিনব্যাপী উত্তরপাড়া দু'নম্বর মাখলা সায়েন্স ক্লাবে বিনা পয়সায় মহিলাদের জন্য অ্যানিমিয়া, ব্লাড সুগার টেস্ট সহ নানাবিধ পরীক্ষা করা হয়। কয়েকশো মহিলা এই সুবিধা গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোন্নগরের কানাইপুরের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ও তৃণমূল জেলা সম্পাদক আচ্ছালাল যাদব, উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা মহামায়া মাতৃসদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, এই পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব সহ বিশিষ্টজনরা।

উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ। বিশেষ করে মহিলাদের ইউটেরাস ও ব্রেস্ট ক্যান্সার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা পয়সায়, চিকিৎসার সুযোগ আছে ও এইসঙ্গে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য বিনা পয়সায় অ্যানিমিয়া, ব্লাড সুগার পরীক্ষা সহ নানাবিধ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' এই উপলক্ষ্যে বই প্রকাশ করা হয়। উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা সায়েন্স ক্লাবের সম্পাদক খোকন মণ্ডল বলেন, 'এই প্রথম আমাদের এখানে এই পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা হল মহিলাদের জন্য, যে সমস্ত বিষয়ে মহিলারা খুব একটা ভেবে দেখেন না। বিনা পয়সায় ইউটেরাস ও ব্রেস্ট ক্যান্সার পরীক্ষা করা হচ্ছে এখানে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা যাবে। এই সুযোগ মহিলারা তাঁদের বাড়ির কাছেই পাচ্ছেন। এইসঙ্গে অ্যানিমিয়া, ব্লাড সুগার টেস্ট সহ বেশ কিছু পরীক্ষা করা হচ্ছে। আগামী দিনে আমরা এটা চালিয়ে যাব। সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

উত্তরপাড়া পুরসভা সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ, যেটা মহিলাদের জন্য করা হয়েছে। এইসঙ্গে এখানে অ্যানিমিয়া, ব্লাড সুগার পরীক্ষা মহিলাদের জন্য করা হচ্ছে, তার জন্য সায়েন্স ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউট শ্রীরামপুর রোটারি ক্লাবকে, রিষড়ার প্রহেলিকাকে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মহিলাদের সচেতন হতেও বলছি।'

মেদিনীপুর শহরে মার্চ ফর সায়েন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রবিবার ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে মার্চ ফর সায়েন্স কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান চিন্তার প্রসারের লক্ষ্যে এবং ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্স এর সমর্থনে একটি পদযাত্রাও সংগঠিত হয়। নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যাদানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। শেষ হয় মেদিনীপুর কলেজের সামনে।

পদযাত্রা শেষে পথ সভায় ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে অবৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারের প্রতিবাদ জানানো হয় এবং শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি তুলে ধরা হয়। পদযাত্রায় মেদিনীপুর-খড়গপুর শিল্পাঞ্চলের দূষণ প্রতিরোধ ও জঙ্গলমহলের হাতি সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও রাখা হয়।

পদযাত্রায় খড়গপুর কলেজের অধ্যাপক ও সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি, দেবাশিস আইচ, সহ-সভাপতি অধ্যাপক সোমনাথ দে, রাজ্য শাখার সহ-সম্পাদক ডঃ নির্মল দুয়ারী সহ জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ চার জনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক মহিলা সহ চার জনের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। মন্তেশ্বরী বিঘা গ্রামে, জামাত আলি শেখ নামের এক ৬৫ বছর বৃদ্ধা পারিবারিক অশান্তি জেরে বিষপান করেন বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, মন্তেশ্বরের সিংহালি গ্রামে স্বাধীন ঘড়ুই নামের এক ব্যক্তি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের জেরে অভিমানে মন্তেশ্বরের রাস্তার ধারে বিষপান করে পড়ে থাকেন বলে দাবি। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। ঢেঁরিয়া গ্রামে চিরঞ্জিত হাজরা নামের এক ব্যক্তি পারিবারিক অশান্তির জেরে ঢালাইয়ে দেওয়া কেমিক্যাল পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে দাবি।

মন্তেশ্বরে ইন্দ্রপুর গ্রামে বুলটি দাস রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে বাড়িতে বিষপান করেন বলে দাবি। পরিবারের সদস্যরা জানতে পেরে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। চার জনকেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকরা।

উত্তরপাড়ায় নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: কাব্যস্পন্দনের তিন দিনের অনুষ্ঠান হল উত্তরপাড়া গণভবনে। উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ঊর্মিমালা বসু, বিজয়লক্ষ্মী বর্মন, ইমানুল হক প্রমুখ। দায়িত্বে ছিলেন কর্ণধার স্বাতী দাস। শেষ দিন হয় উত্তরায়ণ প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ নাটক ফল্গুধারা। জমজমাট পারিবারিক হাসির নাটক দর্শক খুব উপভোগ করে। উত্তরায়ণের সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত জানান, এই নাটকটির স্বল্প দৈর্ঘ্যে ৬০টি অভিনয় হয়ে গিয়েছে। দর্শকের চাহিদায় এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গ অভিনয় শুরু হয়েছে।

গোঘাটের ঝুলন উৎসবে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: রাধা ও কৃষ্ণের অন্যতম লীলা হল ঝুলনযাত্রা। এদিন নবদ্বীপ, মায়াপুর, মথুরা, বৃন্দাবন সহ গোটা দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে এই উৎসব। মথুরা-বৃন্দাবনের মতোই বাংলার ঝুলন উৎসবের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সেই মতো এদিন হুগলি জেলার গোঘাটের পুর্ব অমরপুর ও ধুলেপুরে মর্যাদার সঙ্গে রীতি মেনে ঝুলন যাত্রার পুজোপাঠ হয়। শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ দোলনায় স্থাপন করে হরেক আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব হয় শ্রাবণের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে এই উৎসব। এদিন দুই জায়গায়তেই ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পুজোপাঠ হয়। তবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছোটদের ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ হারিয়ে যায়নি। আজও অমলিন নানা ধরনের মাটির পুতুল, কাঠের দোলনা আর গাছপালা দিয়ে ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ দেখা যায়। এই বিষয়ে গোঘাটের পুব অমরপুরের ঝুলন যাত্রা কমিটির সদস্য রাহুল রায় বলেন, রীতি মেনে এদিন ঝুলন যাত্রার সূচনা হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবারই এই উৎসবে সামিল হয়েছে। রীতি অনুযায়ী চার পাঁচদিন ধরে ঝুলন যাত্রা পালন করা হবে। গ্রামের মানুষের সহযোগিতাতেই পূর্ব অমরপুর গ্রামে এই উৎসব হচ্ছে। অপররদিকে এদিন ঝুলন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরোহিত শান্তিনাথ চ্যাটার্জী, আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়, সহ সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র পাঁজা, স্থানীয় প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে, সমাজসেবী দীপক রায়, শ্রীজীব মাইতি তৃণমূল নেতা দীপক মাঝি-সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার বলেন, আমন্ত্রণ পেয়ে পূর্ব অমরপুরে এসেছি। গ্রাম বাংলার এই উৎসবে সামিল হতে পেরে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। ঝুলন উৎসব বাংলার শান্তি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে। এখানে রাজনীতির জন্য আসিনি। রাধা কৃষ্ণের কাছে সকলের মঙ্গল কামনার জন্য এসেছি। সকলে আনন্দে থাকুন। এলাকার প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে বলেন, প্রতি বছরের মতো এই বছরও ঝুলন উৎসবে সামিল হয়েছি। এলাকার মানুষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবমিলিয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য বিশেষ পুজোপাঠ চলে ঝুলন উৎসবে।

নারীর ক্ষমতায়নের জ্বলন্ত প্রমাণ চন্দ্রযান-৩, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাঁদের দক্ষিণমেরুতে চন্দ্রযান সফলভাবে অবতরণ করিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করছে ভারত। এইজন্য আগেই ইসরোর বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিদেশ সফর থেকে ফেরার পরেই ইসরোর প্রধানকে ফের অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রী। রবিবার তাঁর ১০৪তম 'মন কী বাত'-এও প্রধানমন্ত্রী গলায় ছিল চন্দ্রযান অবতরণ করার সাফল্যের কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে চন্দ্রযান-৩ র সাফল্য আমাদের উদযাপনকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সাফল্য এতটাই বড় যে যতই আলোচনা করা হোক, তা কম বলেই মনে হয়।' 'মিশন চন্দ্রযান'-কে নতুন ভারতের চেতনার প্রতীক বলেও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এই সাফল্যের জন্য এদিন কুর্নিশ জানান নারীশক্তিকেও।

'মন কি বাত'-এর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইসরোর এই মিশন ভারতের নারী ক্ষমতায়নের জলজ্যান্ত প্রমাণ। আমি লালকেল্লা থেকে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে দেশকে শক্তিশালী করার জন্য মহিলা নির্ভর উন্নয়নকে আরও মজবুত করতে হবে। মহিলাদের ক্ষমতাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

চন্দ্রযান মিশন তারই প্রমাণ। এই মিশনে বহু মহিলা বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ভারতের মেয়েরা এখন মহাকাশকেও চ্যালেঞ্জ করছে। দেশের মেয়েরা যখন এত 'উচ্চাভিলাষী' তখন সেই দেশের উন্নতি কেউ আটকাতে পারবে না। তাঁদের জন্য আমরা এই সাফল্য পেয়েছি।'

এরসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই সাফল্যের জন্য আমি ইসরোর সমস্ত বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমেই এই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। চন্দ্রযান মিশন নতুন ভারতের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই নতুন ভারত যেকোনও পরিস্থিতিতে জয়লাভ করতে জানে।'

শুধুমাত্র চন্দ্রায়ন নিয়ে নয়, এদিন জি-২০-র সাফল্যর কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে হতে চলেছে জি-২০ বৈঠক। আগামী ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে জি-২০ সামিট হতে চলেছে। এই বছর জি-২০-র সভাপতিত্বের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। এর জন্যও ভারত প্রস্তুত বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এই বৈঠকে প্রায় ৪০টি দেশের প্রধান এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শীর্ষ আধিকারিকরা থাকবেন। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের নেতা এবং আধিকারিক, আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রধানদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বৈঠকে। জি-২০ সম্মেলনের ইতিহাসে এটাই হবে সবচেয়ে বড় অংশগ্রহণ। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এও জানান, 'সেপ্টেম্বর মাস ভারত এক অপার সম্ভাবনার সাক্ষী হতে চলেছে। আমাদের জি-২০-র সভাপতিত্ব হল দেশের নাগরিকের সভাপতিত্ব। জনগণের অংশগ্রহণই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।' এইসঙ্গে চিনে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় গেমসে ভারত যে সাফল্য তাকেও একটি গৌরব বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমস ২০২৩-র এর সমস্ত পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিনের অনষ্ঠান থেকে দেশবাসী সকলকে রাখি উৎসবের জন্য আগাম অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে এও জানান, এবারের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ জাতীয় পতাকা নিয়ে সেলফি পোস্ট করেছেন। দেশজুড়ে দেড় লক্ষেরও বেশি পোস্ট অফিস থেকে দেড় কোটিরও বেশি জাতীয় পতাকা বিক্রি হয়েছে।

এদিকে আগামী ৩১ অগস্ট বিশ্ব সংস্কৃত দিবস। সেই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবার অনেক সংস্কৃত ভাষায় চিঠি পেয়েছেন বলেও জানান। এরই রেশ ধরে তিনি এও বলেন, 'আমরা সবাই জানি সংস্কৃত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভাষা। একাধিক আধুনিক ভাষার উৎপত্তিও হয়েছে সংস্কৃত থেকে। সংস্কৃত তার প্রাচীনতার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ব্যাকরণের জন্যও পরিচিত। সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষার প্রচারের জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ অগস্ট বিশ্ব সংস্কৃত দিবসে আমি সকলকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য, চার দিনের মাথায় কেরলে পুজো ইসরো প্রধানের

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ অগস্ট: অক্লান্ত পরিশ্রম, ঘুমহীন রাত, প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কঠিন অধ্যাবসায়ে আজ কার্যত হাতের মুঠোয় চাঁদ। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে পা রেখেছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তৈরি ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান। চাঁদের ছবিও আসছে ইসরোর হাতে।

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের চার দিনের মাথায় মন্দিরে পুজো দিলেন ইসরোর প্রধান এস সোমনাথকে। রবিবার সকালে কেরলের তিরুঅনন্তপুরমে পূর্ণমিকাভু-ভদ্রকালী মন্দিরে পুজো দেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রধান। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছেই। অনেকেরই মতে যে সাফল্য বিজ্ঞানের নিরলস গবেষণার ফসল, বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, তারপর বিজ্ঞানীরাই গিয়ে মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন!

গত জুলাই মাসে তৃতীয় চন্দ্রযান অভিযানের সাফল্য কামনায় অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রযানের একটি মডেল হাতে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন ওই বিজ্ঞানীরা। সেই সময় ইসরো প্রধান সোমনাথও অন্ধপ্রদেশের সুল্লুরপেটায় চেঙ্গালাম্মা পরমেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন। পরে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, চন্দ্রযানের সাফল্য কামনাতেই দেবতার আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন তিনি।

গত বুধবার চাঁদে অবতরণ করে চন্দ্রযান-৩। ৪০ দিন প্রথমে পৃথিবী তারপর চাঁদের কক্ষপথে ঘুরে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামে ল্যান্ডার বিক্রম। তার আগমনে উপগ্রহের মাটিতে যে ধুলোর ঝড় উঠেছিল, ক্রমে তা থিতিয়ে পড়ে। তার পরে বিক্রমের পেট থেকে বেরিয়ে আসে রোভার প্রজ্ঞান। তার ছ'চাকার ছাপ পড়ে চাঁদের মাটিতে। ১৪ দিন (পৃথিবীর হিসাবে) চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে প্রজ্ঞান। তাকে সাহায্য করবে ল্যান্ডার বিক্রম।

পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছে, সফলভাবে বিক্রমের অবতরণ সহজ ছিল না। এর আগে ২০১৯ সালে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেও শেষ মুহূর্তে সফল ল্যান্ডিং হয়নি। একটি সাক্ষাৎকারে সোমনাথ বলেন, 'এক বছর তো এটা বুঝতেই কেটে গিয়েছিল, ভুল কোথায় ছিল!' তারপর আবার ভুল থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ এসে সাফল্য। যা পরবর্তী মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

শনিবার বেঙ্গালুরুতে ইসরোর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান এস সোমনাথ সহ বাকি বিজ্ঞানীরা। এদিন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্রযান-৩ এর অবতরণস্থলের নাম হবে শিবশক্তি।

অন্য দিকে, চন্দ্রাভিযানের সাফল্যের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে শ্রী সোমনাথ জানিয়েছিলেন, শুধু চাঁদ ছুঁয়েই থেমে থাকবে না ভারত। এরপর মঙ্গল, শুক্র এবং সূর্যেও অভিযান হবে। তবে তার জন্য মহাকাশ গবেষণায় আরও বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি। এমনকী, ভারতের প্রথম সৌর অভিযান আদিত্য এল-১ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই উৎক্ষেপণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি।

আইআইএম সিরমাউরের নতুন প্রোগ্রাম

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এসআইআইএমভি সিরমাউর সম্প্রতি ২টি নতুন প্রোগ্রামের সূচনা করেছে। যার মধ্যে একটি হল এক্সিকিউটিভ এমবিএ এবং দ্বিতীয়টি হল এগজিকিউটিভ এমবিএ ইন ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন অ্যান্ড অ্যানালিটিকস। এই দুটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কর্মরত পেশাদাররা ভবিষ্যতে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীক অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের কেরিয়ারকে আরও উন্নত করতে পারবেন। আইআইএ সিরমাউরের ডিরেক্টর তথা প্রফেসর প্রফুল্ল ওয়াই অগ্নিহোত্রি এই দু'টি প্রোগ্রামের ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর মৃতদেহ ছেঁচড়ে নিয়ে গেল ট্রাক, পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে উত্তেজনা

চণ্ডীগড়, ২৭ অগস্ট: দিল্লিতে স্কুটি আরোহী তরুণীকে ধাক্কা দেওয়ার পর, গাড়িতে আটকে যাওয়া তরুণীর দেহ নিয়েই ৭-৮ কিলোমিটার ছুটেছিল গাড়ি। ভয়াবহ সেই ঘটনায় ৫ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় যারা মত্ত ছিল। এবার এমনই ঘটনা ঘটল পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে। যুবককে চাকায় আটকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ৫০০ মিটার নিয়ে গেল ট্রাক। পথেই মৃত্যু হয় যুবকের। অভিযোগ, দুর্ঘটনার পরেও ট্রাকটি থামেনি। বরং আরও গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন চালক। যার ফলে ট্রাকের সঙ্গেই ট্র্যাক্টরটিও এগোতে থাকে। ট্র্যাক্টরের চাকায় আটকে পড়া যুবকের দেহ রাস্তায় ঘষতে ঘষতে এগোয়। ওই সময়েই দেহটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। দেহাংশ ছড়িয়ে পড়ে রাস্তাতেই।

কিছু দূর যাওয়ার পর ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যান চালক। ওই যুবকের দেহ ঘিরে চালকের গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। ঘটনাটি পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের। সেখানকার এসপি মেজর সিংহ জানিয়েছেন, শাহপুর গ্রামের কাছে শনিবার একটি দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্র্যাক্টরটি চালাচ্ছিলেন ২১ বছরের সুখদেব সিংহ। সংঘর্ষের পর তাঁর থেঁতলে যাওয়া শরীর কোনও ভাবে আটকে যায় ট্র্যাক্টরের চাকায়।

এদিকে, ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে যান ট্রাকের চালক। যুবকের দেহ উদ্ধার করে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা, যার নেতৃত্বে ছিলেন মৃত যুবকের বাবা নিজেই। এই বিক্ষোভের জেরে দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ ছিল। ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করে। তারা জানায়, শীঘ্রই অভিযুক্ত ট্রাকচালককে গ্রেফতার করা হবে। এর পরে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথে ছুটবে ট্রেন, ট্রায়াল রান সফল কাটরা-বানিহাল রেলপথে

জম্মু, ২৭ অগস্ট: খুব তাড়াতাড়ি চালু হতে চলেছে উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (ইউএসবিআরএল) প্রকল্পের অধীনস্থ কাটরা-বানিহাল ট্রেন পরিষেবা। দীর্ঘতম সুড়ঙ্গে প্রথম ট্রায়াল রান সম্পূর্ণ করল রেল।

বানিহাল-কাটরা রেললাইনের অন্তর্গত ৮.৬ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ দেশের দীর্ঘতম রেল টানেল হল। বিপর্যয়ের সময় এই টানেলের মধ্য দিয়ে নিরাপদে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যাবে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘতম 'এসকেপ টানেল'-এর রেললাইন নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ। ১১১ কিলোমিটার দীর্ঘ কাটরা-বানিহাল ট্র্যাক। ৮.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ রয়েছে রেলপথে। শনিবার বানিহাল-খাড়ি সুড়ঙ্গে ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। এই রেলপথ চালু হলে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ আরও সহজ হয়ে যাবে।

উত্তর রেলওয়ে সূত্রে খবর, উধমপুর-শ্রীনগর-বারমুল্লা রেল লিঙ্ক (ইউএসবিআরএল) প্রকল্পের অধীনে এই রেলপথ বানিহাল স্টেশনের সঙ্গে রামবান জেলার খারি স্টেশনকে সংযুক্ত করেছে। শনিবার এই লাইনে সফল ট্রায়াল রান হয়েছে। কাটরা-বানিহাল রেললাইন এবং খারি স্টেশনের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে বলেও উত্তর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

গত মাসেই বানিহাল-কাটরা রেললাইন নির্মাণ কাজ সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিলেন উত্তর রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শোভন চৌধুরী-সহ অন্যান্য সিনিয়র আধিকারিকেরা। রেলবোর্ডের তরফে নির্মাণকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়, দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে রেললাইন নির্মাণের সময় আবহাওয়া, পাথরের চাপ, জলের অত্যধিক চাপ, -সহ নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে কর্মীদের। তা সত্ত্বেও দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা কাজটি সম্পূর্ণ করতে সফল হয়েছেন। এই প্রকল্পের অন্তর্গত নির্মাণকর্মী, ইঞ্জিনিয়ার থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

৮.৬ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ দেশের দীর্ঘতম রেল টানেল হল। বিপর্যয়ের সময় এই টানেলের মধ্য দিয়ে নিরাপদে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যাবে। হিমালেয়ের কোলে এই সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল বলেও রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সুড়ঙ্গে শনিবার প্রথম ট্রায়াল রান হল এবং সেই ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। শীঘ্রই এই লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে উত্তর রেলওয়ে সূত্রে খবর।

মাদুরাইতে ট্রেনে সিলিন্ডারের জেরে আগুন, ট্যুর আয়োজককে গ্রেপ্তার

মাদুরাই, ২৭ অগস্ট: তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায় ট্যুর আয়োজককে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে ট্রেনে ওঠার অভিযোগ রয়েছে। সিলিন্ডার থেকেই ট্রেনে আগুন ধরে যায়। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২০-র বেশি।রেল জানিয়েছে, আহতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাঁদের লখনউতে পাঠানোর জন্য বিমানের টিকিটের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে রেল। এ ছাড়া, মৃতদেহগুলিকে আকাশপথে লখনউতে ফেরত পাঠানো হবে।

তামিলনাড়ুর পুনালুর-মাদুরাই এক্সপ্রেসের একটি কামরায় শনিবার ভোরবেলা হঠাৎ আগুন লেগে যায়। সেই সময় একটি স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কামরাটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই লখনউয়ের বাসিন্দা। একটি ট্যুর সংস্থা এই পর্যটনের আয়োজন করেছিল। ট্রেনের একটি কামরা আলাদা করে ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানেই তোলা হয়েছিল গ্যাস সিলিন্ডার, যা রেলের নিয়মবিরুদ্ধ। এখানে প্রশ্ন উঠেছে রেলের নিরাপত্তা নিয়েও। কী ভাবে সিলিন্ডার-সহ ট্রেনে উঠলেন ওই পর্যটকেরা? রেলের নিরাপত্তারক্ষীরা স্টেশনেই তাঁদের আটকালেন না কেন? দক্ষিণ রেলের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের একটি কামরায় বেআইনি ভাবে রান্নার গ্যাস নিয়ে যাওয়ার কারণে ট্যুর অপারেটরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং রেলওয়ে আইনে মামলা করেছে রেল পুলিশ। ট্যুর অপারেটরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মাদুরাইকাণ্ডে মৃতদের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে রেল।

ফ্লোরিডায় বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ হারালেন তিন জন কৃষ্ণাঙ্গ

ফ্লোরিডা : ফের বন্দুকবাজের গুলিতে রক্তাক্ত আমেরিকা। শনিবার ফ্লোরিডায় হওয়া হামলায় মৃত ৩ জনের সকলেই কৃষ্ণাঙ্গ। জানা যাচ্ছে, বন্দুকবাজের বন্দুকটিতে নাৎসিদের চিহ্ন ছিল। হামলার পরেই সে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ এই হামলাকে 'বৈষম্যজনিত হামলা' বলে জানিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই বন্দুকবাজ ফ্লোরিডায় এক স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের কলেজের কাছে লুকিয়ে ছিল। তারপর সে হামলা চালায়। তার গুলিতে প্রাণ হারান ২ পুরুষ ও ১ নারী। হামলাকারীর সোশ্যাল মিডিয়া ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, সে অনলাইনে কৃষ্ণাঙ্গদের ঘৃণামূলক নানা পোস্ট করত। তার অভিভাবকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, তার এই ঘৃণার বিষয়টি সকলেরই জানা ছিল। তার বন্দুকের 'স্বস্তিকা' চিহ্ন থেকে জানা যাচ্ছে, সে নাৎসি সমর্থক। তবে সে একাই ওই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসান্টিস ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ছেন। তিনি ওই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কথায়, 'মানুষকে তার জাতির ভিত্তিতে বিভাজন করে হামলা চালানো হয়েছে। এটা কোনওভাবেই মানা যায় না। লোকটা ভীতুর মতো নিজেকেও গুলি করে মেরেছে পরিণামের ভয়ে।'

বারবার আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলায় রক্ত ঝরেছে নিরীহ মানুষের। যার জেরে আমেরিকার অস্ত্র আইন প্রশ্নের মুখে। ওই আইনের কড়াকড়ি নিয়ে সরব হচ্ছে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

তেহেরানে খাদে বাস, ১০ যাত্রীর মৃত্যু, আহত ৮

তেহরান : বাসে করে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের একটি পর্যটন গ্রামে যাচ্ছিলেন প্রায় ২০ জন পর্বতারোহী । কিন্তু, সেখানে যাওয়ার পথেই ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। একেবারে গিরিখাদে পড়ে গেল পর্বতারোহীদের বাসটি। ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের ভারজাগান শহরের কাছে এই দুর্ঘটনায় বাসের ১০ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন ৮ জন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার পর্বতারোহীদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের একটি পাহাড়ি গ্রামের দিকে যাচ্ছিল বাসটি। ভারজাগান শহরের কাছে বাসটি গিরিখাতে পড়ে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয় চালক সহ ৮ পর্বতারোহীর। গুরুতর আহত ৮ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের মুখপাত্র বাহিদ শাদিনিয়া বলেন, পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়েই গিরিখাদে পড়ে যায় বাসটি। তবে কীভাবে বাসটি খাদে পড়ল তা এখনও স্পষ্ট নয়। পাহাড়ি রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়েই বাসটি খাদে পড়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যাত্রীদের অধিকাংশেরই সিট বেল্ট বাঁধা ছিল না। সিট বেল্ট বাঁধা থাকলে হতাহতের সংখ্যা কম হত বলে তিনি জানান।প্রসঙ্গত, ইরানের রাস্তার অবস্থা সাধারণত ভালো। কিন্তু, তারপরেও বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সর্বোচ্চ হারের তালিকায় রয়েছে ইরানের নাম। মূলত, খুব খারাপ গাড়ি চালানো এবং গাড়িগুলি সম্পূর্ণ ফিট না থাকার জন্যই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে বলে রিপোর্টে প্রকাশিত।

মুম্বইয়ে হোটেলে আগুন লেগে মৃত্যু ৩ জনের

মুম্বই, ২৭ অগস্ট: রবিবার দুপুরে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকায় একটি হোটেলে আগুন লেগে মৃত্যু হল ৩ জনের। অগ্নিদগ্ধ ৫ জনকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ 'গ্যালাক্সি' নামে পাঁচ তলা হোটেলে আগুন লাগে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে অন্তত আট জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।মুম্বইয়ের একটি পাঁচ তলা হোটেলে আগুন লেগে মৃত্যু হল তিন জনের। গুরুতর জখম অবস্থায় পাঁচ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আহতদের মুম্বইয়ের দু'টি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে শর্ট সার্কিটকেই দুষছেন দমকলের আধিকারিকেরা। তবে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ খুঁজে দেখা হচ্ছে।

চিনকে শিক্ষা দিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে চান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী

ওয়াশিংটন : আমেরিকার প্রেসিডন্ট প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে এবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন উদ্যোগপতি বিবেক রামস্বামী। রিপাবলিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী তিনি। প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে বিভিন্ন প্রচারে অংশ নিচ্ছেন তিনি। এ রকমই একটি প্রচার মঞ্চ থেকে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক জোরদার করার বার্তা দিলেন তিনি। চিনের থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই ইন্দো-মার্কিন সম্পর্ক পোক্ত করার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি।

এ বিষয়ে বিবেক জানিয়েছেন, আমেরিকার অর্থনীতি চিনের উপর নির্ভরশীল। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হলে তবেই আমেকিরা চিনের সঙ্গে সম্পর্ক মুক্ত করার উপায় খুঁজে পাবে। এ বিষয়ে বিবেক বলেছেন, 'ভারত ও আমেরিকার শক্তিশালী সম্পর্ক আমেরিকাকে সাহায্য করবে চিনের থেকে মুক্তি

ঘোষণা করতে। আমেরিকা আজ অর্থনীতির বিষয়ে চিনের উপর নির্ভরশীল। চিনের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।'

৩৮ বছরের রামাস্বামী কনিষ্ঠতম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রতিযোগী। সম্প্রতি লওয়া প্রদেশে গিয়েছেন তিনি। সেখানেই জনসভায় এই কথা বলেছেন। তবে চিনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া এই প্রথম নয় আমেরিকার রাজনীতিতে। বিবেকও প্রথম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নন, যিনি এ কথা বললেন। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকায় চিন বিরোধিতা বেড়েছে। পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে সখ্যতার বিষয়টিও নজর কেড়েছে। এমনকি রাশিয়া ও চিনের সেনা সখ্যতা আমেরিকার কাছে বিপদ বলেও এ দিন উল্লেখ করেছেন রামস্বামী।

মোহনবাগান প্রথমবার হারাল মুম্বইকে, ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অতীতে যা কোনও দিন পারেনি, তাই করে দেখাল মোহনবাগান। প্রথম বার তারা হারাল মুম্বই সিটি এফসি-কে। রবিবার ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ৩-১ গোলে জিতল তারা। গোল করলেন জেসন কামিংস, মনবীর সিংহ এবং আনোয়ার আলি। মুম্বইয়ের গোলদাতা হর্হে দিয়াস। সেমিফাইনালে ৩১ অগস্ট এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান।

জিতলেও রক্ষণ নিয়ে একটু চিন্তা থেকেই যাচ্ছে মোহনবাগানের। এ দিন বার বার মুম্বইয়ের ফুটবলারেরা রক্ষণের ফাঁক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছেন। আনোয়ার আলি গোল করলেও গোল আটকানোর ক্ষেত্রে এখনও তাঁকে পরিণত হতে হবে। তাঁর ভুলে গোল হতে পারত। বাকি বিভাগগুলিতে মোহনবাগানকে নিয়ে চিন্তায় কিছু নেই। মিডফিল্ড এবং আক্রমণ ভাগে যথেষ্ট অস্ত্র রয়েছে তাদের হাতে।

ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগানের বড় গাঁট ছিল মুম্বই। কিন্তু রবিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে শুরুতেই এগিয়ে যায় তারা। সাত মিনিটের মাথাতেই পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। বক্সে বল নিয়ে ঢুকে গোলকিপারকে এড়িয়ে জালে জড়াতে চেয়েছিলেন কামিংস। মুম্বইয়ের গোলকিপার ফুর্বা লাচেনপা তাঁকে অবৈধ ভাবে বাধা দেন। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দিতে সময় দেননি। পেনাল্টি থেকে গোল করেন অস্ট্রেলিয়ার স্ট্রাইকার। মোহনবাগানের হয়ে তিনটি গোল হয়ে গেল তাঁর।

মুম্বই সমতা ফেরায় ২৮ মিনিটে। মোহনবাগান রক্ষণের ভুলে গোল খায়। বক্সের বাঁ দিকে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং অ্যালবার্ট নগুয়েরা। তার পর নগুয়েরা বক্সের মাঝামাঝি ক্রস ভাসান। মোহনবাগানের গোলকিপার বিশাল কাইথের হাতে লেগে বল যায় দিয়াসের কাছে। তিনি বুক দিয়ে ঠেলে বল জালে জড়িয়ে দেন।

মোহনবাগান এগিয়ে যেতে সময় নেয়নি। কর্নার পেয়েছিল তারা। মুম্বইয়ের রক্ষণ ক্লিয়ার করলেও বল যায় বাঁ দিকে থাকা হুগো বুমোসের কাছে। তিনি বক্সে বল ভাসান। অরক্ষিত অবস্থায় থাকা মনবীর হেডে গোল করেন। প্রথমার্ধের শেষের দিকে আরও কিছু সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি তারা।

দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শুরু করে। মুম্বই মরিয়া হয়ে ওঠে গোল শোধ করার জন্যে। ৫৪ মিনিটে স্টুয়ার্ট একটি ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শট অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরের মিনিটেই পেনাল্টির আবেদন করে মুম্বই। বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল স্টুয়ার্টকে। পিছন থেকে ট্যাকল করেছিলেন আনোয়ার আলি। কিন্তু রেফারি সেই আবেদনে কর্ণপাত করেননি। উল্টে রাগ দেখানোর জন্যে স্টুয়ার্টকেই হলুদ কার্ড দেখেন। তবে অনেকের ধারণা, সেটি পেনাল্টি হতেই পারত।

তিন মিনিট পরে দারুণ সুযোগ মিস্ করে মোহনবাগান। আশিক কুরুনিয়ানের থেকে বল পেয়েছিলেন সাদিকু। সামনে ফাঁকা গোল থাকলেও সাদিকু বল বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন।

মোহনবাগান আবার এগিয়ে যায় ৬৩ মিনিটে। হেডে গোল করেন আনোয়ার। তবে কৃতিত্ব অনেকটাই আশিকের। মুম্বইয়ের ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন কেরলের ফুটবলার। গোললাইন পেরনোর আগেই ক্রস করেন বক্সে। পুরোপুরি ফাঁকায় দাঁড়িয়েছিলেন আনোয়ার। নিখুঁত হেডে গোলকিপারকে সুযোগ না দিয়ে গোল করেন তিনি।

বাকি সময়ে মুম্বই গোলের জন্যে মরিয়া হয়ে খেললেও খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। উল্টে মোহনবাগানের কাছে সুযোগ এসেছিল ব্যবধান বাড়ানো। সাদিকু এবং মনবীর সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে ব্যবধান বাড়তে পারত।

এশিয়া কাপের আগে নেটে বিধ্বংসী কোহলি-জাডেজা

বেঙ্গালুরু: সামনেই এশিয়া কাপ। তারপরই ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট। তাই সেরা প্রস্তুতি প্রয়োজন। বেঙ্গালুরুর আলুরে আপাতত চলছে ভারতের শিবির। ২৯ অগস্ট অবধি হবে এই শিবির। এল বারের এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। টিম ইন্ডিয়ার শিবিরের বিভিন্ন ঝলক সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে বিরাট কোহলির ব্যাটিং অনুশীলনের এক ভিডিয়ো। তাতে অবশ্য কোহলি একা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ম্যাচ সিচুয়েশনের মতো জুটিতে ব্যাট করতে দেখা যায় রবীন্দ্র জাডেজাকেও। প্রস্তুতি শিবিরের ২টো দিন পেরিয়ে গিয়েছে।

জোরকদমে চলছে মেন ইন ব্লুর এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শিবির। এশিয়া কাপ এবং ওডিআই বিশ্বকাপের আগে টানা ৫দিন একসঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। প্রস্তুতি শিবিরে পাক স্পিনারদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি হতে দেখা গিয়েছে বিরাট কোহলি। নেটে বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে বিরাটকে। শুধু তাই নয় ম্যাচ সিচুয়েশনের মতো জুটিতে ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিংও করেন কোহলি। বিরাট ও জাডেজা বাঁ হাতি পেসারদের বিরুদ্ধেও বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিং করেন। স্পিনারদের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করতে দেখা যায় বিরাটকে। পাক তারকা স্পিনার শাদাব খান, মহম্মদ নওয়াজদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য নেটে জোরকদমে অনুশীলন করেছেন কোহলি। শুধু কোহলি-জাডেজাই নয়, জুটিতে রোহিতের সঙ্গে রাহুলও ব্যাটিং করেন। বাঁ হাতি পেসারদের বিরুদ্ধে ভালো ছন্দে দেখা যায় রোহিতকে। প্রস্তুতি শিবিরে প্রথম দিন শুধু ব্যাটিং করলেও দ্বিতীয় দিন উইকেট কিপিংও করতে দেখা যায় কেএল রাহুলকে। যা বলা যায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি দলের সমর্থকদের জন্য সুখবর। এখনও এই প্রস্তুতি শিবিরের ৩টে দিন বাকি রয়েছে।

তাতে ভারতকে ঠিক করে নিতে হবে টিম কম্বিনেশন ও ক্রিকেটারদের পজিশন। উল্লেখ্য, ৩০ অগস্ট শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ভারতীয় ক্রিকেট টিম। ক্যান্ডিতে ২ সেপ্টেম্বর রয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ।

‘ম্যাচের দিন দেখা যাবে’, এশিয়া কাপের আগে বিরাটকে হুংকার শাদাব খানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘বিরাট কোহলি ওদের দেখে নেবেখ’। দিন কয়েক আগে ভারতের এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণার দিন নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগরকর এই কথা গুলো বলেছিলেন। প্রেস কনফারেন্সের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হাসতে হাসতে অজিত বলেছিলেন, ‘পাকিস্তানের পেসারদের সামলে নেবেন বিরাট কোহলি।’ অজিত আগরকরের এই কথা মনে ধরেনি পাক তারকা অলরাউন্ডার শাদাব খানের। এশিয়া কাপের আগে আফগানিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে পাকিস্তান। এরপরই অজিতের ওই বক্তব্য নিয়ে শাদাবকে প্রশ্ন করা হলে পাক তারকা হুংকার দিয়ে বলেন, ‘বললে কিচ্ছু হয় না। ম্যাচের দিন দেখা যাবে।’

শিয়া কাপে ২ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে ভারত এবং পাকিস্তান। ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে ভারত-পাক ম্যাচে বিরাট কোহলি পাক বোলারদের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেছিলেন। তাঁর অপরাজিত ৮২ রানের সুবাদে ভারত সেই ম্যাচও জিতেছিল। সম্প্রতি এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণার দিন অজিত আগরকর বলেছিলেন, ‘পাক পেস আক্রমণ সামলে দেবেন বিরাট কোহলি।’ প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার, নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পাক অলরাউন্ডার শাদাব বলেন, ‘আসলে এটা নির্ভর করে টুর্নামেন্টে ম্যাচের দিন কী হয় তার উপর। আমি বা অন্য কেউ কিংবা ভারতের তরফ থেকে যে কেউ যা খুশি বলতেই পারে। কিন্তু তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। কারণ যে যাই বলুক না কেন তা তাতে আমাদের খেলায় প্রভাব পড়বে না।। ম্যাচের দিন অনেক কিছু দেখা যাবে। আর সেটাই আসল।’

পাক পেস আক্রমণ কিন্তু বাবর আজমের দলের অন্যতম অস্ত্র। সদ্য শেষ হওয়া পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তানের ওডিআই সিরিজেও পাক পেসারদের দাপট দেখা গিয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন বিরাট। তাতে পাক পেসারদের (নাসিম শাহ, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, মহম্মদ হাসনাইন ও শাহনাওয়াজ দাহানি) বিরুদ্ধে ১১০ বলে ১৫৮ রান করেছেন বিরাট। এর মধ্যে মাত্র এক বার আউট হয়েছেন কোহলি। ফলে এশিয়া কাপের মঞ্চে তিনি যে পাক পেসারদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠতেই পারেন, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘ধরনাজীবীদের জন্য কুস্তির এত বড় ক্ষতি’, ভিনেশ-বজরংদের নিশানা ব্রিজভূষণের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুস্তি ফেডারেশনের সাসপেনশন নিয়ে ফের লেগে গেল ব্রিজভূষণ এবং বিদ্রোহী কুস্তিগিরদের মধ্যে। ভিনেশ ফোগাট, বজরং পুনিয়াদের দাবি, কুস্তি ফেডারেশন সাসপেন্ড হয়েছে শুধু ব্রিজভূষণের জন্য। অন্যদিকে ফেডারেশনের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বলছেন, সবটার জন্য দায়ী ধরনাজীবী ওই কুস্তিগিররাই।

আসলে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠার পর থেকেই ডামাডোল পরিস্থিতি ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনে। দীর্ঘদিন ধরেই ফেডারেশনে নির্বাচিত কোনও কমিটি নেই। আপাতত কুস্তির দায়িত্বে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার অ্যাড হক কমিটি। এদিকে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং, যারা কিনা গোটা বিশ্বে কুস্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যেভাবেই হোক ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন করতে হবে। ব্রিজভূষণ এবং কুস্তিগিরদের টানাপোড়েনে এখনও সেই নির্বাচন করানো সম্ভব হয়নি। যার জেরে দিন দুই আগে ফেডারেশনকে সাসপেন্ড করেছে বিশ্ব কুস্তির নিয়ামক সংস্থা।

পুরো ঘটনাক্রমের জন্য বিদ্রোহী কুস্তিগিররা দায়ী করছেন ব্রিজভূষণকেই। কুস্তিগিরদের তরফে ভিনেশ ফোগাট প্ল্যাটফর্মে দাবি করেছেন, কেউ যদি সঠিকভাবে ভেবে দেখে ব্রিজভূষণের জন্য কুস্তি ফেডারেশনের ঠিক কতটা ক্ষতি হল, তাহলেই সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। ওই মাফিয়ার জন্য আমাদের জাতীয় পতাকা, আমাদের তেরঙ্গা অপমানিত। এরপরই ভিনেশদের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছেন ব্রিজভূষণ। বিজেপি সাংসদের বক্তব্য, কুস্তি ফেডারেশনের এই অবস্থা শুধু ধরনাজীবীদের জন্য। ওরাই এর জন্য দায়ী। ওরা দেশের কুস্তি এবং কুস্তিগিরদের নিয়ে রসিকতা করেছে। আজ ওদের জন্যই প্রথমবার কুস্তি ফেডারেশনকে নির্বাসিত হতে হল। দ্রুত সমাধান না হলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ‘জয় ভারত’! এশিয়ান রেকর্ড গড়ে ৪x৪০০ রিলের ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ফের দাপট দেখাচ্ছে ভারত। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ভারতের জয়জয়কার। ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে এশিয়ান রেকর্ড গড়লেন ভারতের চার অ্যাথলিট। মহম্মদ আনাস ইয়াহিয়া, আমোজ জ্যাকব, মহম্মদ আজমল ভৈরাথোড়ি ও রাজেশ রমেশের বিদ্যুৎ দৌড়ের সামনে পাল্লা দিতে পারলেন না ব্রিটেন, জামাইকার মতো দেশের অ্যাথলিটরা। আর সেই সেবাদে চলতি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের মেগা ফাইনালের টিকিট পেল ভারত। এখন পদক জয়ের অপেক্ষা।

আমেরিকার পরই দ্বিতীয় স্থানে থেকে ফাইনালে উঠেছে ভারত। টিমের চার সদস্য হলেন মহম্মদ আনাস ইয়াহিয়া, আমোজ জ্যাকব, মহম্মদ আজমল ভৈরাথোড়ি এবং রাজেশ রমেশ। ৪*৪০০ রিলের হিটে ২ মিনিট ৫৯.০৫ সেকেন্ডে শেষ করে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন আনাস, আজমলরা।

ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি রিলে রেসের হিটে ভেঙে গিয়েছে এশিয়ান রেকর্ড। এশিয়ান টিম হিসেবে জাপানের রেকর্ড ছিল ২মু ৫৯৫১ সেকেন্ড। মহম্মদ আনাস, আমোজ জ্যাকব, মহম্মদ আজমল এবং রাজেশ রমেশরা ঐতিহাসিক দৌড় শেষ করেন ২৫৮৪৭ সেকেন্ডে। ২০১৮ সালে ব্রিচিতে টিসি হিসেবে কাজ করা রাজেশ মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী জাস্টিন রবিনসনকে প্রায় টপকে গিয়েছিলেন। তবে শারীরিক দক্ষতার জেরে এগিয়ে যান যুক্তরাষ্ট্রের দৌড়বিদ। মহম্মদ আনাস হলেন ৪০০ মিটারে দেশের জাতীয় রেকর্ড হোল্ডার। যিনি দাপটের সঙ্গে দৌড় শুরু করেছিলেন। এরপর আর ভারতীয় দলকে ফিরে তাকাতে হয়নি। দুটি হিটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ৪*৪০০ মিটার রিলে রেসের ফাইনালে পা রেখেছে ভারত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত ছাড়া ফাইনালে ওঠা বাকি দলগুলি হল ব্রিটেন, বৎসোয়ানা, জামাইকা, ফ্রান্স, ইতালি এবং নেদারল্যান্ডস। দ্বিতীয় হিটে উসেইন বোল্টের দেশ জামাইকা শেষ করেছে ২৫৯৮২ সেকেন্ডে। ফ্রান্সের সময় লেগেছে ৩০০০৫ সেকেন্ড এবং ইতালির ৩মু ০০১৪ সেকেন্ড। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চ থেকে এর আগে দুটি পদক জিতেছে ভারত। লং জাম্পে অঞ্জু ববি জর্জের ব্রোঞ্জ এবং জ্যাভলিনে নীরজ চোপড়ার রুপো জিতেছিলেন। মহম্মদ আনাসরা ইতিমধ্যেই স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন। প্রথম বার রিলে রেসের ফাইনালে উঠে ভারতের চার দৌড়বিদ কি পদক জিততে পারবেন? প্রার্থনায় আসমুদ্র হিমাচল।

‘মেসি, নেইমারের হাত থেকে মুক্তি’র আনন্দ পিএসজিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র দুই মৌসুম, এতেই পিএসজিতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন লিওনেল মেসি। ঘরের মাঠে নিজেদের সমর্থকদের কাছে দুয়ো শোনা, প্যারিসের রাস্তায় তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বাড়ির সামনে হাঙ্গামা করা;কারইবা আর ভালো লাগে! মেসি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন ইন্টার মায়ামিতে নাম লিখিয়ে।

হাঁপিয়ে উঠতে নেইমারের অবশ্য একটু বেশি সময় লেগেছে। ২০১৭ সালে বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে নাম লিখিয়েছিলেন ট্রান্সফার বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। ছয় মৌসুম পর এবার প্যারিস ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন সৌদি আরবে। নাম লিখিয়েছেন আল হিলালে। মেসি-নেইমারের এই হাঁপিয়ে ওঠার বিষয় শুধুই এক দিকের ছিল না। মেসি-নেইমারকে নিয়েও হাঁপিয়ে উঠেছিল পিএসজির সমর্থকেরা! সময়ের অন্যতম সেরা দুই তারকা প্যারিস ছাড়ার পরও নিজেদের কর্মকাণ্ডে সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছে তারা। চুক্তি নবায়ন না করা ও দলবদলের নাটকের পর পার্ক দে প্রিন্সেসে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পিএসজির কট্টর সমর্থকগোষ্ঠী কীভাবে নেবে;গতকাল লাসের বিপক্ষে দলটির ম্যাচের আগে আলোচনা হচ্ছিল এ নিয়ে। এমবাপ্পেকে নিয়ে কোনো ঝামেলা করেনি তারা। বরং ক্লাব ছেড়ে যাওয়া নেইমারকে একহাত নিয়েছে পিএসজির কট্টর সমর্থকগোষ্ঠী।

নেইমার চলে যাওয়ায় তারা যে খুশিই হয়েছে, সেটা বোঝাতে বিশাল একটি ব্যানার নিয়ে এসেছিল পিএসজির সমর্থকদের একটা অংশ। ব্যানারে লেখা ছিল, ‘নেইমার অবশেষে অসভ্যর হাত থেকে মুক্তি মিলেছে।’ এখানেই শেষ নয়, মায়ামিতে পিএসজির সমর্থকেরা ইন্টার মায়ামির ডিএনভি পিএনকে স্টেডিয়ামের বাইরে ব্যানার নিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল, ‘মেসি অবশেষে অসভ্যর হাত থেকে মুক্তি মিলেছে’। নেইমার ৬ মৌসুমে ৫টি ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁসহ পিএসজির হয়ে মোট ১৩টি শিরোপা জিতেছেন। মেসি ২ মৌসুমে জিতেছেন ২টি লিগ শিরোপা। এরপরও কেন এ দুজনের ওপরে খেপে আছে পিএসজির সমর্থকেরা? কারণ একটাই;তারা স্বপ্ন দেখছিল, এ দুজন মিলে তাদের চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাবেন। সেই স্বপ্ন যে পূরণ হয়নি তাদের। মেসি-নেইমারের প্রতি পিএসজি সমর্থকদের ঘৃণা প্রদর্শনের রাতে এমবাপ্পে খেলেছেন দুর্দান্ত। লাসের বিপক্ষে পিএসজির ৩-১ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করেছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।

মোহনবাগানে এসে ‘সার্জিও মোস’-কে খুঁজে পেলেন কামিংস! করলেন ভূয়সী প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগানে এসে ভারতের ‘সার্জিও র্যা মোস’-কে খুঁজে পেলেন জেসন কামিংস। অস্ট্রেলিয়ার তারকা ফুটবলার তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের স্ট্রাইকার জানান, আনোয়ার আলির মধ্যে সার্জিও র্যামোসের ছায়া দেখতে পান। স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী ডিফেন্ডারের মতোই স্ট্রাইকারদের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে যেতে ভালোবাসেন আনোয়ার। স্ট্রাইকারদের থেকে বল ছিনিয়ে নেন। আবার ডিফেন্স ছেড়ে উঠে গিয়ে গোলও করতে পারেন। ঠিক যে কাজটা স্পেন এবং রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে অসংখ্যবার করেছেন র্যা মোস। সেভাবেই স্পেন এবং রিয়ালকে অসংখ্য ম্যাচে জিতিয়েছেন। বিশেষত ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় অতিরিক্ত সময়ের ৯২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে র্যামোসের সেই হেডারটা ফুটবলপ্রেমীরা কোনওদিন ভুলবেন না। যে গোলের হাত ধরে সেই বছর রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ তো জিতেছিল, সেইসঙ্গে ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডো, র্যা মোসদের দাপট শুরু হয়েছিল।

আরও সেই র্যা মোসের মতো খেলোয়াড়ের সঙ্গে আনোয়ারের তুলনা করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) ‘ইন দ্য স্ট্যান্ডস’ অনুষ্ঠানে কামিংস বলেন, ‘ও (আনোয়ার) দারুণ মানুষ। ওর খেলায় মুগ্ধ আমি। ওর যা দক্ষতা, (সেটা দারুণ)। ভয়ডরহীনভাবে এগিয়ে এসে স্ট্রাইকারের পা থেকে বল ছিনিয়ে নেয়। ওকে দেখে আমার সার্জিও র্যামোসের কথা মনে পড়ে। আগেরদিন বলছিলাম যে তুমি ভারতের সার্জিও র্যা মোস। (ডিফেন্স সামলে এসে) গোল করছ।’ কামিংস যে ম্যাচের প্রেক্ষিতে আনোয়ারকে সেই তকমা দিয়েছেন, সেই ম্যাচে (এএফসি কাপ সাউথ জোন প্লে-অফের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাথমিক রাউন্ডে নেপালের ক্লাব মাছিন্দ্রা এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ) জোড়া গোল করেছিলেন ভারতের সেন্টার-ব্যাক। ৩-১ গোলে জিতেছিল মোহনবাগান। ৩৮ মিনিটে হুগো বৌমাসের কর্নার থেকে র্যা মোসের ধাঁচে হেডারে গোল করেছিলেন আনোয়ার। ৮৬ মিনিটে আবারও ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে হেডার থেকে গোল করেছিলেন। সেক্ষেত্রে ফ্রি-কিক নিয়েছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তারইমধ্যে ৫৮ মিনিটে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল করেছিলেন কামিংস।

সেই ম্যাচের পর আনোয়ারের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো। যে ২২ বছরের ডিফেন্ডারকে (সোমবার তাঁর বয়স ২৩ হতে চলেছে) লম্বা চুক্তিতে নিয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সেই দলের হেডস্যার বলেছিলেন, ‘ভারতের তিনজন সেরা সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারের মধ্যে আছে ও (আনোয়ার)। ও আক্রমণেও উঠে আসতে পারে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**